

আজ লেনিনের ১৫৪তম জন্মদিবস বিশেষ প্রতিবেদন ৩ এবং ৪ পৃষ্ঠায়

শপথ আমার রক্তলেখায়

তোমায় পূজোর ছলে যে তোমায় ভূলেই গেছি কমরেড লেনিন/ তোমার মূর্তিকে করেছি পুজো তোমার দেখানো পথ কে নয়/ আমার কীর্তি কলাপ দেখে আড়াল থেকে হেসেছ তুমি/ বলেছিলে সদর দরজায় আগল দিতে সময় মতো/

আগল তো দূর অন্ত, সদর দরজা করেছি আগলহীন হাজার দয়ারী/ খোলা কপাট দিয়ে শোষক ঢুকেছে মুখ ঢেকে আমার অন্দরমহলে/ সুযোগ বুঝে বিবস্ত্র করেছে তোমার শেখানো নীতিকে/

ক্রমাগত ধর্ষণ করেছে তোমার আদর্শকে জন্ম নিয়েছে লাখ জারজ/

তাই আজ বিষপ্পতায় ভুগছি আমি, অবসন্ন মনে খুঁজছি মুক্তির পথ/

হে কমরেড যদি পার ক্ষমা

এ ভুল আর করবো না আমি/ তোমার মূর্তিকে নয়, তোমার দেখান পথকেই সাজাবো আমি/ আবার লাল গোলাপ ফোটাব শহরে গঞ্জে গ্রামে প্রতিটি বাগিচায়/

তোমার জন্মদিনে হে মহামতি লেনিন. এ শপথ আমার রক্তলেখায়।।

—রা.মু.

ছুটি

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে আজ শনিবার ২২ এপ্রিল কালান্তর থাকবে। তাই রবিবার ২৩ এপ্রিল, ২০২৩ কালান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। —প্রচার সচিব

ঈদের দিন থেকে কমবে তাপমাত্রা, তুমুল ঝড়বৃষ্টির

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জ্বালাপোড়া গরমের বুঝি ইতি হতে চলেছে। দহনজ্বালা জুড়োবে স্বস্তির বৃষ্টিতে। শুক্রবার বিকেলে সুখবর দিল আলিপুর হাওয়া অফিস। ঘূর্ণিবর্তের মেঘ ঘনিয়েছে বঙ্গোপসাগরে। হু হু করে জলীয় বাষ্প ঢুকবে বঙ্গে। আজ থেকেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস বাংলায়। কমবে

তাপমাত্রাও। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, ঈদের দিন শনিবার থেকেই বাংলায় তাপমাত্রা কমবে। গা জ্বালানো গরমে তাপমাত্রা ৪০ সেলসিয়াসের ছাড়িয়েছিল। বর্ধমান, বাঁকুড়ায় ৪২ ডিগ্রি ছাপিয়ে গিয়েছিল তাপমাত্রা। আগামীকাল থেকেই পারদ পতনের সম্ভাবনা। কমবে তাপপ্রবাহের তেজও।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, আজ সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও হয়েছে। তাই আজ দিনের সর্বোচ্চ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



মহাকাশে চলচ্চিত্ৰ প্রথমবারের মতো মহাকাশে শুটিং হওয়া চলচ্চিত্ৰ মুক্তি পেল রাশিয়ায় পৃষ্ঠা ৭



🔲 ১৯২ সংখ্যা 🔲 ২২ এপ্রিল, ২০২৩ 🔲 ৮ বৈশাখ ১৪৩০ 🔲 শনিবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily ● KALANTAR ● Year 56 ● Issue 192 ● 22 April, 2023 ● Saturday ● Total Pages 8 ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

প্রতিবাদ বিজ্ঞানীদের

এ বার ডারউইন বাদ সিবিএসই–র বই থেকে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ইতিহাস বই থেকে মোগল যুগ সংক্রান্ত যাবতীয় অধ্যায় বাদ দেওয়ার পর এ বার কোপ পড়ল বিজ্ঞান বইতে। সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব বাদ দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞেরা। খোলা চিঠি দিয়ে তাঁরা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির বই থেকে বিবর্তনবাদের অধ্যায়টি সম্প্রতি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনসিইআরটি। দেশের নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছেন। তাঁরা খোলা চিঠি দিয়ে প্রতিবাদও জানিয়েছেন। চিঠিতে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বোধ গড়ে তোলার জন্য বিবর্তন বিষয়ক জ্ঞান জরুরি। তা না থাকলে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষায় খামতি থেকে যাবে। এ ভাবে শিক্ষায় বঞ্চনা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণার সামিল বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞেরা। ব্রেকঞ্চ সায়েন্স সোসাইটি নামে দেশের একটি স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান হয়েছে বিজ্ঞান মহল।

সংগঠনের তরফে এনসিইআরটি–র উদ্দেশে খোলা চিঠি পাঠানো হয়েছে। ওই চিঠিতে সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ১৮০০ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আইআইটি, আইআইএসইআর, টাটা ইনস্টিটিউটের মতো দেশের একাধিক প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞেরা। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে. বিবর্তনের জ্ঞান শুধু বিজ্ঞান নয়, আমাদের চারপাশের পৃথিবীটাকে বোঝার জন্যেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি বুঝতে, সিদ্ধান্ত নিতে ডারউইনের তত্ত্ব কার্যকরী। সিবিএসই–র দশমের বিজ্ঞান বইতে এত দিন নবম অধ্যায়ে ডারউইনের তত্ত্বের কথা পড়ানো হত। অধ্যায়টির নাম ছিল বংশগতি এবং বিবর্তন'। বর্তমানে অধ্যায়টি থেকে বিবর্তনের বিষয় বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়ের নতুন নাম হয়েছে বংশগতি। তার প্রতিবাদেই সরব

রামনবমীতে হিংসা, রাজ্য পুলিসের কাছে নোটিস পাঠাল মানবাধিকার কমিশন

এবার নয়া মোড়। রাজ্য পুলিসের মানবাধিকার কমিশন। পুলিসের কাছেও এই নোটিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা চালানো মানবাধিকার কমি**শনে**র কাছেও। তারই এবার পুলিসের ডিজি ও হাওড়া পুলিস কমিশনারের কাছে নোটিশ পাঠানো হল। সেক্ষেত্রে এবার রাজ্য পুলিস এনিয়ে কী জবাব দেয় সেটাই এখন দেখার।

গত ৩০ মার্চ। হাওড়ার শিবপুরে রামনবমীর মিছিল বেরিয়েছিল। আর সেই মিছিলের উপর হামলা চালানো হয়েছিল

ওঠে। এনিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে গিয়ে তদন্তের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, পুলিসের তরফে যে রিপোর্ট আদালতে জমা পড়েছে তাতে স্পষ্ট যে ব্যাপক অশান্তি হয়েছিল। প্রতি বছর একই ঘটনা হলেও

জানিয়েছিলেন, হকি স্টিক, আগ্নেয়াস্ত্র দেখা গিয়েছিল এই রাম নবমীর

তার রুখতে ব্যর্থ পুলিস।

থেকেই কার্যত আরও সতর্ক হয়ে

বলে অভিযোগ উঠেছিল। এনিয়ে গিয়েছে পলিস। আগামী দিনে সেই অশান্তির ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেটা দেখা হচ্ছে। সেকারণে এবার ইদের আগে বাড়তি নজরদারি রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় চলছে টহলদারি। ড্রোন দিয়েও নজরদারি চলছে

> শিবপুর এলাকায় চালানো হচ্ছে ড্রোন দিয়ে নজরদারি। মূলত পালটা যাতে কোনও অশান্তি না হয় সেটাই দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন পুলিস সতর্কভাবে নজর রাখছে।

এদিকে রামনবমীর মিছিলে সরকারের একাধিক বহুতল থেকে ইট ছোড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেকারণে ড্রোনের মাধ্যমে দেখা হচ্ছে বহুতলের ছাদে কিছু মজুত রাখা হয়েছে কি না। মূলত আড়াল থেকে যাতে কোনও তবে রাম নবমীর ঘটনার পর অশান্তি পাকানো না হয় সেটা



করোনায় কলকাতায় একদিনে ৩

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরভারত জুড়ে প্রবল দাবদাহের মধ্যে ফের তেড়েফুঁড়ে উঠছে করোনা। দেশে ইতিমধ্যে দৈনিক সংক্রমণ ১০০০০ এর গণ্ডি ছাড়িয়েছে। তারই মধ্যে কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল থেকে এল আশঙ্কার খবর। সেখানে করোনা আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। প্রয়াতদের প্রত্যেকের বয়স ৮০–র ওপরে। তাঁদের ফুসফুসে সংক্রমণ ছিল বলে জানা

বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল সূত্রে খবর**,** নিহতরা হলেন কলকাতা লাগোয়া পাটুলির বাসিন্দা সুন্দরী ঘোষ (৯৩), দমদমের বাসিন্দা সুবীরকুমার কর (৮০) ও খড়দার বাসিন্দা আরতি দাস (৯২)। আগে থেকেই তাঁরা বার্ধক্যজনিত নানা অসুস্থতায় ভূগছিলেন। ছিল বুকে সংরক্রমণ। তার মধ্যেই করোনায় সংক্রমিত

হন তাঁরা। দেশের সঙ্গে রাজ্যেও দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ পার করেছে মঙ্গলবার। হাসপাতালে ভর্তি ৪০ জন। পরিম্থিতি দেখে ফের মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা।

ডিএ বৈঠকের নিট ফল

মহামিছিলের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারকে বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। গত ১৭ বেঁধে দিয়েছিল আদালত। শুক্রবার নবান্নের ১৩ তলায় সেই বৈঠক হয়। তারপর যৌথমঞ্চের এসে আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানিয়ে দিলেন, বৈঠকের নিট ফল শূন্য। রাজ্য সরকার বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটানোর ব্যাপারে কোনও

আশ্বাস দিতে পারেনি। সেইসঙ্গে নবান্নের সামনে দাঁড়িয়েই পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে দিলেন যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। শহিদ মিনার তল্লাটে যেমন অবস্থান চলছে তেমন চলবে। আগামী ৬ মে মহামিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করল যৌথমঞ্চ। সেই মিছিলের

করছেন রাজনৈতিক মহলের

এদিন ভাস্কর এপ্রিল এ ব্যাপারে ১০ দিনের সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত মিছিল হবে? জবাবে তিনি বলেন. হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সামনে সামাজিক দিয়ে মিছিল যাবে। ঘটনা হল, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।

> এদিন আন্দোলনকারী বলেন, আমরা রাজ্য সরকারকে বলেছি, তহবিলে যে সংকটের কথা বলা হচ্ছে তা কখনওই সত্যে নয়। আর যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আটকে রাখার কথা বলছেন তাও গ্রহণযোগ্য নয়।

ভাস্করবাবু বলেন, কেন্দ্রীয় যোজনায়, আবাস যোজনার এবং অর্থসচিব মনোজ পন্থ।

জায়গাও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে খাতে। এরসঙ্গে কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার কী সম্পর্ক?

এ ব্যাপারে অবশ্য আগে ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রাখার ফলে রাজ্য পরিষেবা পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করতে হচ্ছে। যদিও সেই যুক্তি মানতে চাননি ডিএ আন্দোলন– কারীরা। আন্দোলনকারীদের আরও বক্তব্য, তাঁরা বৈঠকে আইএএস অফিসারদের বলেছেন, আপনারা ৪২ শতাংশ মহাৰ্ঘভাতা পাচ্ছেন। অথচ একই বাজার থেকে বাজার করি আমরাও। আমরা পাচ্ছি ৬ শতাংশ। এটা কি সঠিক বিচার হচ্ছে? এদিনের বৈঠকে ছিলেন সরকার টাকা আটকে রেখেছে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী. ১০০ দিনের কাজে, সড়ক স্বরাষ্ট্র সচিব বিপি গোপালিকা

উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে সর্বদলীয় সমর্থনে সরগরম খড়গপুরে রেল নগরী

আ।াই লক্ষ মানুষের রুজি রুটির জায়গা খড়গপুর রেল প্রধানমন্ত্রীর অমৃত

ভারত প্রকল্পের নামে খড়াপুরে করার প্রক্রিয়া চলেছে। শুরু রেলের পক্ষে তাঁদের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করে পুরো বিষয়টিকে করপোরেট হস্তান্তর

হয়েছে ব্যাপক উচ্ছেদ। কেবল উচ্ছেদই নয়, পদাধিকাররা ব্যক্তিগতভাবেও দোকান ভেঙে

বা উল্টে ফেলে দিচ্ছেন দিচ্ছেন। এই নিয়ে থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রথমে দোকানিদের



প্রতিবাদ বিক্ষোভে সরগরম দেখান। শুরু থেকেই খড়াপুর বিকল্প ব্যবস্থা না করে কর্পোরেট নাগরী। হয়ে উঠেছে রেল গত বুধবার দোকানদারের দোকানটি রেল দোকানদাররা রেলের আই ও ডাবলু অফিস রাত্রি ৮ পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন, আই ও ডাবলুকে অবিলম্বে দোকানটি মেরামত করে দিতে হবে এই দাবি নিয়ে। তারপর আর পি এফ এর মধ্যস্থতায় অবরোধ বৃহস্পতিবার সকাল দোকানদাররা দোকান বন্ধ রেখে বিক্ষোভ

এর সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব এই বিক্ষোভে সামিল হন। অবিলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা যাবে না এই দাবিতে সবাই সহমত পোষণ করেন। শুক্রবার এক সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল খড়াপুর রেলের উচ্ছেদের প্রতিবাদে দোকান রেল অধিকারিক রাজীব চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ছিলেন প্রতিনিধি দলে সিপিআই'র বিপ্লব ভটু, সিপিআইএমের দিলীপ দে, জাতীয় কংগ্রেসের মধু কামী, তৃণমূল কংগ্রেসের সেনগুপ্ত। তাঁরা দাবি করেন

হস্তান্তর করা যাবে না। দীর্ঘ ৬০–৭০ বছর ধরে তাদের প্রায় আ।াই লক্ষ মানুষের রুজি রুটির জায়গা খড়াপুর রেল নগরী। ফলে আলোচনা ছাড়া উচ্ছেদ করতে এলে প্রতিরোধ হবে। রেল কতৃপক্ষ আশ্বাষ দেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। আন্দোলনকারীরা বলেন, সুরাহা নাহলে বৃহত্তর লড়ায়ে নামতে বাধ্য হবেন



(বাঁদিকে) বিক্ষোভকারীদের মাঝে শ্রমিকনেতা বিপ্লব ভট্ট। (ডানদিকে) শুক্রবার খড়গপুর রেল আধিকারিক সকাশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ফটো ঃ নিজস্ব কলকাতা/২২ এপ্রিল ২০২৩

প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা মদন ঘোষ প্রয়াত



স্টাফ রিপোর্টার সিপিআই(এম) নেতা, কমিটি હ সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য, দলের অবিভক্ত বর্ধমান জেলা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক, বর্ধমান পরিষদের (অবিভক্ত) সভাধিপতি, বিধায়ক মদন ঘোষের (৮১) জীবনাবসান হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৭টা ১০ মিনিট নাগাদ বর্ধমানের ভাতছালার বাডিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিনই তার মরদেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করা হয় চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণার জন্য।

মরদেহ ভাতছালার বাডিতে বেলা ১১টা পর্যন্ত শায়িত ছিল। সেখানে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তারপর তার মরদেহ আনা হয় সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা

অফিসে। সেখানে তার মরদেহ বিকেল ৪টা পর্যন্ত রাখা হয়। সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম রক্তপতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান সিপাই-সিপিআই(এম) বিভিন্ন বামপন্থী দল ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও অজ্ঞ মানুষ। তারপর শোক মিছিল সমগ্র বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে। তার কথা মত তার মরদেহ মেডিকেল হাসপাতালে দান করা হয়। তার রাজনৈতিক ছায়া নেমে আসে সিপিআই (এম) পলিটব্যুরো তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি শোক প্রকাশ করে বলেন, এক গভীর সঙ্কটকালে প্রয়াণ কমিউনিস্ট আন্দোলন বামপন্থী আন্দোলনের করল। আমি তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। গভীর শোক প্রকাশ করে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন। দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মদন

বামপন্থী আন্দোলন ও কৃষক

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

প্রতি

পরিবার-

জানাই

আন্দোলনে

রেখেছেন।

পরিজনদের

সমবেদনা।

রেলওয়ে দোকানদার ও বস্তিবাসী এবং রানিং হকার্সদের বিকল্প ব্যবস্থা না করে

উচ্ছেদের প্রতিবাদে, রেল ঠিকা শ্রমিকদের ন্যুনতম বেতনের দাবিতে —

AITUC / CITU

এআইটিইউসি'র অ্যাফিলিয়েশন

ফি ও এইচ ফর্ম প্রসঙ্গে

ইউনিয়নের ২০২২ সালের এইচ ফর্ম রাজ্য শ্রম দপ্তরে

অবিলম্বে আফিলিয়েশন ফি ও এইচ ফর্ম-এর কপি

এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তরে জমা করার ব্যবস্থা নিন।

ফর্ম জমা করার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যথায় দেখা

যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিতে এমনকি ইউনিয়নের

রেজিষ্ট্রেশন পর্যন্ত বাতিল করছে। সকলের কাছে অনুরোধ

এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে

এইচ ফর্ম ফিল আপ করুন এবং দপ্তরে জমা করার ব্যবস্থা

নিন। পুনরায় উল্লেখ করা হচ্ছে প্রতি বছর অ্যাফিলিয়েশন

ফি জমা করাও বাধ্যতামূলক।

শ্রম দপ্তর প্রতি বছর ইউনিয়নের তরফে নির্ভুল এইচ

এমাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। তাই.

DRM

কুলটির বিজেপি বিধায়ক ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে গরুপাচারের অভিযোগ

সংবাদদাতাঃ কুলটির বিজেপি বিধায়ক ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে গরুপাচারের অভিযোগ বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার ও তাঁর ছেলে কেশব পোদ্দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূলের৷ ভাইরাল অডিও ক্লিপ প্রকাশ করে অভিযোগ তৃণমূলের।

তৃণমূল নেতা চক্রবর্তী অভিযোগ বলেছেন, কুলটির বিজেপি মণ্ডল সভাপতি কাঞ্চন সিনহা ও বিজেপি নেতা বিভাস সিংয়ের কথোপকথন। অডিওয় অজয় পোদ্দার ও তাঁর ছেলে কেশবের কথা বলছেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি। গরুপাচার করে দিনে ৪ লক্ষ টাকা আয়. অডিওয় সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে'। যদিও অভিযোগ অস্বীকার কুলটির বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দারের। 'চরিত্রহননের চেষ্টা', অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের। প্রসঙ্গত, রাজ্যে গরুপাচার মামলায় ইতিমধ্যেই শাসকদলের একাধিক হেভিওয়েটদের নাম জড়িয়েছে। গ্রেফতার হয়েছেন বীরভূমের তৃণমূল অনুব্ৰত মভল।

সিপিআই ঢাকুরিয়া আঞ্চলিক পরিষদের তৃষ্ণা নিবারণ কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনেও

স্টাফ রিপোর্টার : সিপিআই ঢাকুরিয়া আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে ও স্থানীয় সিপিআই কাউন্সিলর মধুছন্দা দেবের সহযোগিতায় তৃষ্ণা নিবারণ কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনেও টানা চলল। শুক্রবার সিপিআই কলকাতা জেলা সম্পাদক দেব, সিপিআই কাউন্সিলর মধুছন্দা দেব, দলের ঢাকুরিয়া আঞ্চলিক পরিষদের সিপিআই নেতা বাবলা মুখার্জি, সোনা দাস ও গোপাল চক্রবর্তী সহ নেতৃবৃন্দ ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত পথিকের হাতে গ্লাসে ঠাণ্ডা জল তুলে দেন। ঢাকুরিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে ঢাকুরিয়া স্টেশন, সেলিমপুর বাসস্ট্যাভ সহ ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় পথিকের কাছে তৃষ্ণা সামগ্রী তুলে বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচি শুরু

বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী

গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্মরণে

ম্মৃতিসভা

২৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা

বিধাননগর আইপিএইচই হল

(৯নং ট্যাঙ্কের কাছে)

গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা

লেনিনের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে

আলোচনা সভা

২২এপ্রিল বিকাল ৫টা

তনুশ্রী মেমোরিয়াল হল

(দমদম ২নং গেটের কাছে)

বক্তা : ডঃ সুবীর মুখার্জি

ও বাসু আচার্য

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা

পরিষদ

সিপিআই

—সিপিআহ

বিধাননগর আঞ্চলিক

হয়েছে।

উজ্জ্বল চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক এআইটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ কমিটি

লেনিনের ১৫৪তম জন্মদিনে



২২ এপ্রিল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনের ১৫৪ তম জন্মদিন। বিশ্বের প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার।

প্রতিবারের মতো এবারও ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে ইসকাফের আহ্বানে মাল্যদান অনুষ্ঠানে সামিল হোন। সময় : সকাল ৯টা। এই অনুষ্ঠানে ইসকাফ সকল রাজনৈতিক দল, গণ

সংগঠন ও ইসকাফের সকল শাখা সংগঠনকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে।

> —ইসকাফ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ

এরপর বামফ্রন্ট ও সহযোগী দলগুলির ডাকে লেনিন মূর্তির পাদদেশে মাল্যদান পর্বে সামিল হোন। সময় : বেলা ১০টা। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অংশ নিন।

রাজ্যব্যাপী সর্বত্র লেনিনের জন্মদিন পালন করুন এবং সমাজ বদলে পুঁজিবাদের অপসারণ ঘটিয়ে সমাজবাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রচার

> —ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ

পোদ্ধারের নামে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছিল। এই <u>শুভেন্দু</u> অধিকারী এবং আর এক বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। তাঁদেরকে মানহানির আরামবাগের তৃণমূল কংগ্ৰেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : আরামবাগের

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অপরূপা

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো চিঠি ছড়িয়ে তাঁকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, এই দু'জন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

অপরূপা পোদ্দারের আইনজীবী জয়দীপ নামে ভুয়ো চিঠি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। তিনি বলেন, আমার মক্লেলের করলাম। শ্রীরামপ্র থানাতেও

নামে একটি ভুয়ো চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে তাঁর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন ওই দু'জন। নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্লেল অপরূপা এই চিঠির সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান। আমরা এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছি। দু'জনকেই মানহানির অবিলম্বে পাঠিয়েছি। ক্ষমা না চাইলে আদালতে ২০ ক্ষতিপুরণ চেয়ে করা হবে জানিয়েছেন আইনজীবী।

বিজেপি-তৃণমূলের দ্বিদলীয় চাপানউতোর চলছেই

শুভেন্দুকে আইনি নোটিস অপরূপার

অন্যদিকে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন এই অভিযোগ ভূয়ো। আর এটার তিনি শেষ দেখে ছাড়বেন। আর আজ, আইনি নোটিস শুক্রবার সাংসদ অপরূপা শুভেন্দু'দা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি'দাকে জানিয়েই বলছি, সম্মান আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা

অভিযোগ করলাম। আর আসল তথ্য সামনে আনুন। এবার আদালতে দেখা হবে। যদি এই দুই নেতা ক্ষমা না চান তাহলে জল যে অনেকদুর গড়াবে সেটা দিয়েছেন বুঝিয়ে কয়েকদিন বলেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরতে হলে কান ধরে ফিরতে শুভেন্দু অধিকারীকে। এবার আরও কড়া করলেন। অপরূপা পোদ্ধারের আইনি পদক্ষেপে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাই নাটাবাড়ি বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, যে সাংসদ বিরোধী দলের নেতাকে ন্যুনতম সম্মান না দেখিয়ে তুইতোকারি অসম্মান করতে পারেন, তাঁর পক্ষে যে কোনও ধরনের অন্যায় অভিযোগ যখন উঠেছে তখন তার বিচার আইনত হবে। যদিও শুভেন্দু অধিকারী এখনও কোনও

ডিজি যাত্রা অ্যাপ নিয়ে হয়রান বিমানযাত্রীরা

ফেসিয়াল রেকগনিশন চেক ইন কিছুদিন আগেই বিমানবন্দরে এই ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য এটা করা হয়েছে। একেবারে পেপার লেস স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তার বিপরীত। অন্তত কিছু ক্ষেত্রে। এমনটাই অভিযোগ যাত্রীদের। এই অ্যাপের মাধ্যমে ডিজি লকারে থাকা আধার কার্ড যাচাই হয়ে যায়। এরপর মুখ চিহ্নিতকরণের

ক্ষেত্রে বলছে আন রেজিস্টার্ড অথবা ইনভ্যালিড প্যাসেঞ্জার। অনেকেই এখন ডিজি যাত্রা অ্যাপ ব্যবহার করেন। কিন্তু যাচ্ছে এই অ্যাপ বাস্তবে ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন

মাধ্যমে চেক ইন। কিন্তু সেখানে

চেক ইন করতে গেলেই বহু

বাস্তবে সেটা বিশেষ কাজ করছে

এয়ারপোর্টের আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সমস্যাটা হচ্ছে এই কিউআর ঠিকঠাক করে পড়তে পারছে না। এদিকে এভাবে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে বিমান যাত্রীদের। সেই অ্যাপ ডাউনলোড করে তাঁরা আসছেন। সেখানে আধার, ফ্লাইটের বিবরণ সব রয়েছে।

এদিকে এর আগেও এই ধরনের সমস্যা হচ্ছিল। পরে সেই আপডেটেড ভার্সন হয়। একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যম খবর অনুসারে বুধবার দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটে (কানও এই আপে করে এই স্বয়ংক্রিয় গেট দিয়ে ঢুকতে পারেননি। তবে বিমান সাধারণ যাত্রীরা। তাঁদেরকে মূলত বন্দরের আধিকারিকদের মতে সহায়করাও রয়েছেন। কোনও ম্পেশাল গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। কোনও নতুন সিস্টেম চালু করতে যাত্রীর কাছে যদি স্মার্ট ফোন সেখানে মুখ চিহ্নিতকরণের গেলে এই ধরনের সমস্যা প্রথম থাকে তিনি এই ডিজি যাত্রা

ভেবেছিলাম নতুন অ্যাপে হয়তো এই সমস্যাটা হবে না। কিন্তু সেই একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে

এদিকে মনে করা হয়েছিল এই নয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা বিষয়টি একেবারে পেপার লেস হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হল না। বর্তমানে ডিজি যাত্রা কিয়স্কে পিএনআর নম্বর বা বোর্ডিং পাস নম্বর দেখিয়ে একটি পেপার কিউআর কোড দেওয়া হচ্ছে। এরপর সিআইএসএফের জওয়ান বিমান যাত্রীর দেখছেন। তারপর স্বয়ংক্রিয় গেট দিয়ে তিনি কিউ আর কোড ব্যবহার করে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রতি গেটের বাইরে আমরা ডিজি যাত্রা হেল্প ডেস্ক বানিয়েছি। ইউনিফর্ম পরা ডিজি প্রযুক্তি সংযোজিত রয়েছে। কিন্তু দিকে হয়। এক এয়ারপোর্ট সার্ভিস ব্যবহার করতে পারবেন।

পুর–নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তেও সিবিআই

বলেছেন, চাইলে অয়ন শীলের বাড়ি থেকে উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই শীল। বিষয়টি সম্পর্কে সিবিআইকে জানায় ইডি। এর তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার পর এই দুর্নীতির তদন্ত করতে চেয়ে আদালতে আবেদন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এক নির্দেশে করে সিবিআই। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে শুক্রবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চাইলে হওয়া নথির ভিত্তিতে পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত তদন্ত করতে পারবে সিবিআই। অভিযোগ, রাজ্যের প্রায় করতে পারবে সিবিআই। সিবিআইরকে তদন্তে ৭০টি পুরসভায় নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। মোটা সহযোগিতা করতে রাজ্য পুলিসের ডিজি ও টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে চাকরি। টাকার বিনিময়ে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নিয়োগ দুর্নীতির স্যোগ্য প্রার্থীদের সরিয়ে প্যানেলে নাম ঢোকানো হয়েছে অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের বাড়িতে তল্লাশির সময় স্বযোগ্যদের। এভাবেই কোটি টাকা আদায় করেছেন পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত প্রচুর নথি উদ্ধার করে ইডি। স্থান। তাঁর মাধ্যমে টাকা গিয়েছে প্রভাবশালীদের কাছে। এরপর জানা যায়, রাজ্যের অন্তত ৭০ পুরসভায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে এই দুর্নীতির যোগ থাকতে নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। যার মূল হোতা ছিলেন অয়ন পারে বলে মনে করছে ইডি।

ঈদের দিন থেকে কমবে তাপমাত্রা, তুমুল

১ পৃষ্ঠার পর

তাপমাত্রা কমেছে কোনও কোনও জায়গায়। আগামী চার থেকে পাঁচদিন তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। অন্তত চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি পারদ পতনের সম্ভাবনা আছে রাজ্যে। সেই সঙ্গে ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও আছে।

উপকৃলবতী এলাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের তাপপ্রবাহ আরও দু'তিন দিন জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে বাংলার বাকি জেলাগুলিতে আগামীকাল কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে

উত্তরপ্রদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। সেই ঘূর্ণাবর্তের কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। তার জন্য তাপমাত্রা কমবে। আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টি হবে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরে।

তুমুল বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং,

রবিবার সমস্ত পাহাড়ি জেলাতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

আদালতের রায়ে কৌস্তভের বাড়িতে ১ মাস সিআইএসএফ নিরাপত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : কংগ্রেস নেতা কেন্দ্ৰীয় বাগচীকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী একমাস তিনি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাবেন। শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাসে। সেই সংক্রান্ত নির্দেশ বিচারপতি আগামী এক মাস আধিকারিকরা নিরাপত্তার নেতার দায়িত্বে থাকবেন। তবে কতজন আধিকারিক দায়িত্বে সিআইএসএফ থাকবেন কর্তৃপক্ষকে বৈঠকে ঠিক করতে বিচারপতি মাস্থা। আগামী ১১ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

গত ৩ মার্চ কৌস্তুভ বাগচীর ব্যারাকপুরের বাড়িতে হানা দেয় পুলিস। এরপর ৪ মার্চ সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিনা কারণে কলকাতার বড়তলা থানার পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করেছে। যদিও সেই দিনই জামিন পেয়ে যান কৌস্তুভ বাগচী। এরপরে পুলিসের সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা দারস্থ হয়েছিলেন কৌস্তুভ বাগচী। কলকাতা নিরাপত্তার তিনি আবেদন জানান। যদিও রাজ্যের

নিরাপত্তার দাযিত্ব দেওয়া হোক। কারণ কৌস্তভ রায় পুলিসের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। তবে কৌস্তুভ বাগচীর বক্তব্য ছিল, তিনি বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রাজ্যের শাসক দল তাঁকে পছন্দ করে না। তাই তিনি নিরাপত্তার দাবি জানান। এর আগে কৌস্তভ রায় জানিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার জায়গা নেই। তবে তাঁবু খাটিয়ে থাকার জায়গা রয়েছে। এছাড়াও, কলকাতা হাইকোর্ট কৌস্তুভ বাগচীর বিরুদ্ধে চলা পুলিসি তদন্তে দেওয়ার পাশাপাশি অনুমতি ছাড়া পুলিস কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারবে নির্দেশ একইসঙ্গে কেন্দ্রের হয়েছিল জানানো সিআরপিএফ নিরাপত্তা সম্ভব নয় তবে কলকাতা হাইকোর্ট শেষমেষ নিরাপত্তার দায়িত্ব আগামী ১১ তারিখ মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। এর আগে. এই মামলায় বিচারপতি মান্থা বলেছিলেন, এই দুর্ভাগ্যজনক বিতর্কের শেষ হওয়া দরকার। একই সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানসূত্র বার আইনজীবীদের জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তরফে জানানো হয়, পুলিসকে

আটকে গিয়েছিল ভুট্টার বীজ, ৬ বছরের শিশুর প্রাণ বাঁচল এসএসকেএম–এ

সংবাদদাতা ঃ ভুট্টা খেতে গিয়ে ফুসফুসে আটকে গিয়েছিল বীজ। অনবরত কাশি হচ্ছিল শিশুর। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের তৎপরতায প্রাণ বাঁচল ৬ বছরের শিশুর। বৃহস্পতিবার এসএসকেএম হাসপাতালে ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকরা শিশুর ফুসফুস থেকে ভূটার বীজ বের করেন। ওই শিশুর নাম আবু সুফিয়ান। শিশুটি মুর্শিদাবাদের লালগোলার বাসিন্দা। বর্তমানে সুস্থ রয়েছে ওই শিশু।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল ভুটা খাওয়ার সময় কোনওভাবে শিশুটির বাম ফুসফুসে বীজ আটকে যায়। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তার তীব্র কাশি ছিল। ক্রমেই কাশি তীব্র হতে থাকে। শিশুর বাবা–মা লক্ষ্য করেন যে কাশি থেকে রক্ত বের হচ্ছে এবং গলায় ব্যথা বাড়তে শুরু করে। প্রথমে শিশুর বাবা মা কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁরা প্রথমে শিশুকে নিয়ে যান কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে তাঁর টনসিলের চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু, তারপরেও শিশু সুস্থ হয়নি। তার অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। পরে তাকে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে।

বুধবার শিশুকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সময় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। হাসপাতালে রাতভর চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হয়। এরপর ওই শিশুর এক্স রে সহ যাবতীয় পরীক্ষা করে বহস্পতিবার সকালে চিকিৎসকরা জানতে পারেন যে ভূট্টার বীজটি তার বাঁ দিকের ফুসফুসে আটকে রয়েছে। চিকিৎসকরা দেরি না করে ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে ভুটার বীজ বাইরে বের করেন। তার বাবা–মা জানান, তাঁদের অজান্তেই শিশুটি ভুটার বীজ গিলে ফেলেছিল। বীজ বের করার পর শিশুকে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের জন্য পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়। আজ ওই শিশুকে অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ রয়েছে। শীঘ্রই তাকে বাড়িতে পাঠানো হবে বলে ইএনটি বিভাগের অধ্যাপক অরুণাভ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন। চিকিৎসকদের তৎপরতায় খুশি শিশুর



শুক্রবার আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথেই কলকাতা ময়দান ফিরে পেল তার চিরাচরিত চিত্র। ফটো : কালান্তর

হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

ঈদের দিন দক্ষিণবঙ্গের থেকে আর তাপপ্রবাহের সতর্কতা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে। শনি ও ২২ এপ্রিল. ২০২৩/কলকাতা

जुनिश মেরেদের

প্রসঙ্গ নারীমুক্তি - ফিরে দেখা কমান্দান্তে লেনিন

অহনা গাঙ্গুলি

উপর শোষণের দ্বিগুণ মাত্রার কথা। প্রতিটি পরিবারের মেয়ে <u> প্রস্তুভাবে</u> দেখা যায় এবং শিশুরা একাধারে গহস্তালির মার্ক্সবাদের লেন্সে। এই লেন্সে কাজকর্মে শ্রমনিয়োগ করতেন. দেখতে পারার গোডাকার শর্ত. অন্যদিকে তাদের প্রতিদিন পৃথিবীকে প্রথমবার সমাজতন্ত্র খাটতে হত মাঠে-খেতে-উপহার দেওয়ার মরণপণ যুদ্ধের খামারে। পূর্ণ শারীরিক বিকাশের অবিসংবাদী নেতা হলেও. আগেই তাঁরা একজন মহামতি লেনিনকে কোনও অতিমানবীয় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের থেকে পরাবাস্তব. বহুগুণে অধিক পরিশ্রমের কাজে ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে না দেখা। নিজেদের নিয়োজিত করতে বাধ্য আমাদের আলোচনা হতেন। লেনিনের উপরোক্ত সোভিয়েত লেনিনকে मिलल উঠে এসেছে ১২-১৪ সুদীর্ঘ প্রতিষ্ঠার বছরের মেয়েদের ১৮ ঘণ্টার ইতিহাসের পাতায়, বলশেভিক উপর দৈনিক কাজ করার বদলে পার্টিকে সুদৃঢ় করতে পারার নামমাত্র মজরি পাওয়া এবং অবশ্যই বিপ্লব প্রতি মুহুর্তে মালিকদের লালসার ঐতিহাসিক সঙ্ঘটিত করার মৰ্মান্তিক শিকার হওয়ার এই পর্যায়ক্রমে, ঘটনাসমহ। সমাজতন্ত্ৰ প্রতিষ্ঠার পথে সংগঠিত সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক (পরবর্তীতে কমিউনিস্ট) একথাও উঠে আন্দোলনে নারীদের অংশীদারিত্ব কলকারখানাসহ এবং সেই কর্মযজ্ঞের নেতৃত্ব লেনিনের ভূমিকা-নারীমুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর প্রাথমিক দষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেবে। সবটা নয়, নিশ্চয়ই। বাকিটা আরও এগিয়ে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা সোভিয়েত রাশিয়ায়

শ্রমিকশ্রেণির মহিলাদের অবস্থান

ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝতে

গেলে, খুব অল্প হলেও, জায়গা

দিতেই হবে বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায়

মহিলাদের অবস্থানকে। ১৯১৭

শাসিত রাশিয়ার একটি বড়

অংশের মানুষ নিযুক্ত ছিলেন

কৃষিকাজে, তাঁদের বাসস্থান

মূলত কেন্দ্ৰীভূত ছিল গ্ৰাম-

কেবল

শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ

শতকের শেষার্ধ এই ১০০

বছরের মধ্যে রাশিয়া ৫১টি

ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখেছিল। খিদে

গিয়েছিল, যার কোনও সুরাহার

আশা রাশিয়ার জনগণ প্রায়

ত্যাগ করেছিলেন। পুঁজির অসম

বিকাশ এবং সামন্ততন্ত্রের মজবুত

ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই

পুরুষদের সম্পত্তিস্বরূপ। জারের

আইনমতে মহিলারা তাদের

পরিবারের ঘোষিত দাস এবং

আদেশের কোনওরকম অন্যথা

ঘটলে আইনত তাদের শারীরিক

প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গির্জা এবং ভূ-

স্বামীদের যৌথ উদ্যোগে প্রণয়ন

করা হত। এর সঙ্গে প্রতি বসন্ত

ডেকে আনত দুর্বিষহ পরিযান,

একটু কৃষিকাজের আশায় বা

পাওয়ার জন্য। এনাদের মধ্যে

অর্ধেকের বেশি ছিলেন শিশু ও

মহিলা শ্রমিক, যাঁরা মাইলের

পর মাইল পায়ে হেঁটে চলে

যেতেন দক্ষিণ রাশিয়ার ডন

জায়গায়। ১৮৯৭ সালের একটি

রিপোর্ট অনুযায়ী, রাশিয়ার মোট

মহিলা জনসংখ্যার মাত্র ১৩.১

শতাংশ স্বাক্ষর ছিলেন। ১৮৯৬

থেকে ১৮৯৯ জুড়ে Develop-

ment of Capitalism in Rus-

sia লিখতে গিয়ে লেনিন

বারবার বিশ্লেষণ করেছেন,

পরিস্থিতির মধ্যেও মহিলাদের

আর্মি,

রাশিয়ায়

জেকাটেরিনোস্লাভ

কলকারখানায় একটু

দেওয়ার বিধান রাখা

বিধানগুলি সংগঠিত

মাধ্যমে

বিষয়,

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার

স্বভাবতই মহিলারা

নির্যাতনের

নিত্যসঙ্গী

পর্যন্ত জার-

আঠেরো

হয়ে

মধ্যে

ছিলেন

শাস্তি

ছिल।

এই

ধর্মীয়

কোনও

কাজ

তাভরিয়া,

শ্রমিকশ্রেণির

প্রভৃতি

আগে

রাশিয়ায়।

মানুষের

লেনিনের আলোচনার মধ্যে আসে. সামগ্রিক শিল্পের বিকাশ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও. এই বদল মহিলাদের সমাজজীবনে বেশ কিছু দৃশ্যমান পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই আর্থ-সামাজিক প্রগতিশীলতা ব্যক্তিগত বলে বিবেচিত গণ্ডির বাইরে মহিলাদের টেনে আনে। উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও সরাসরি হয়ে উঠতে থাকায় পুরুষতন্ত্রের দেওয়া সম্পর্কগুলো বাতলে ছাপিয়ে গিয়ে সমাজের পরিসরে একজন স্বতন্ত্র শ্রমিক হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করতে হন শ্রমিকশ্রেণির মহিলারা। লেনিন লিখেছেন, By destroying the patriarchal isolation of these categories of the population formerly never emerged from the narrow circle of domestic, family relationships, by drawing them into direct participation in social production, large-scale machine industry stimulates their development and increases their independence, in other words, creates conditions of life that are incomparably superior to the patriarchal immobility of precapitalist relations.

বাড়তি দৃষ্টিনিক্ষেপ ছাড়া নিয়মে একদিন লিঙ্গসমস্যা মিটে যাবে, এরকম কোনও ভাবনার বৃক্ষরোপণ করে থাকলে, লেনিন তাঁর একের পর এক লেখনীতে এই আলোচনা আনার প্রয়োজন বোধ করতেন না। শ্রমিকশ্রেণির তৎকালীন অবস্থা বুঝতে গিয়ে, তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, মহিলাদের কথা আর তাদের উপর ঘটে যাওয়া গুরুতর শোষণের কথা লেনিন তাঁর ভাবনায়, লেখায় এবং সংগঠনের কাজের মধ্যে রেখেছিলেন। বলশেভিক পার্টিতে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবার এত সংখ্যক মহিলাদের অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে দেখা বলাই বাহুল্য, এই বলশেভিক পার্টির মতাদর্শ ও সাংগঠনিক নেতৃত্বে এক্কেবারে সারিতে ছিলেন 1829 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ জুডে শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিটি স্তরে, কোণায়, দৈৰ্ঘ্য-প্ৰস্থে ছাপ রেখেছেন মহিলা কমরেডরা, নেত্রীরা এবং অবশ্যই অভাবনীয় সাহসী মহিলা শ্রমিকেরা। তবে এনাদের জঙ্গি লড়াই শুধুই এই



সুদক্ষ

ing a campaign for elec-

toral rights for men, put off

the struggle for electoral

rights for women to a later

date'. (Preface to The

Emancipation of Women

Nadezhda K. Krupskaya)1

লেনিনের দষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টতই

একত্রিত

শ্রেণিসম্পদ, তা একেবারেই নয় লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক তার আগে প্রায় এক দশকের কাছাকাছি সময় ধরে প্রতিটি শ্রমনিবিড থেকে অঙ্কুরোদগমরত এগিয়ে থাকা মহিলা শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর কাজে বাড়তি গুরুত্ব দেন। তাঁদের সংগঠিত করে বলশেভিক পার্টির দায়িত্বশীল পদগুলিকে আরও ফলপ্রসূ করে তোলেন মহিলা নেতৃত্বরা সুচারু হস্তক্ষেপে। একথা অচিরে বলা যায়, এই ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা ও পরিকল্পনা ছাড়া বলশেভিকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব হত না এমনই অসংখ্য সংবেদনশীল পদক্ষেপ উত্তোলিত করেছে শ্রেণিসচেতনতা শ্রমিকশ্রেণির একতাবোধগুলি। অতীতের সমস্ত নথি ছাপিয়ে গিয়ে এবার আর শুধুই জাতিগত

মাসের

বিভাজন নয়, এই আরোহণ ভিজিয়ে দিয়ে গেছে লিঙ্গভিত্তিক ভেদাভেদ। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গিই শ্রমিকশ্রেণির চোখ থেকে বুর্জোয়া উদারপন্থী নারীবাদের অলীক পর্দা উন্মোচিত করতে শ্রমিকশ্রেণির মহিলারা সহজেই বুঝেছিলেন, সমানাধিকারের বুর্জোয়া মহিলারা বললেও কোনওদিন রাষ্ট্রের শ্রমিক– বিরোধী নীতিগুলি সম্বন্ধে একটি টুঁ শব্দ করেনি। অথচ জারের জাতীয় নীতিগুলির জন্যেই দারিদ্র্য এবং অধীনতায় জরাজীর্ণ হয়ে এতদিন ধরে ইতিহাসের বকলমে পড়েছিলেন অপার ক্ষমতাশীল লড়াকু মহিলা

শ্রমিকরা। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে মিখাইল ইভানোভিচ ব্রন্সনেইভের পাঠচক্রে যোগদান করেন একের পর এক মহিলারা। মার্ক্সীয় দর্শনের চর্চা, রাশিয়ায় আগামীদিনে বিপ্লবের পথ রূপায়ণ সহ শোষিত মানুষের মুক্তির বিশ্বজোড়া রাজপথ নির্মাণ করার মতো সাংঘাতিক কঠিন এবং দৃঢ় কাজে নিপুণভাবে অংশ নেন মহিলারা। বিপ্লবী মহিলাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মূলত কলে–কারখানায় ছড়িয়ে গিয়ে মহিলা শ্রমিকদের সংগঠিত করা। কিন্তু এই কাজ খুব দ্রুত বিস্তারলাভ করতে থাকে মহিলা-দর্জি, গৃহ পরিচারিকা, শহরতলির দিকে খেতমজুর মহিলাদের মধ্যে (Revolutionary Women in Russia 1870-1917 - Anna Hillyar and Jane McDermid, p. 64)। এঁনাদের মধ্যে অন্যতম দক্ষ তাত্ত্বিক ও সংগঠক ছিলেন নাদেজা ত্রুপস্কায়া, সোফিয়া পমেরানেটস পেরাজিক, রাডোসেঙ্কো, নেভজোরোভা, লাকুবোভা, কাটাসেওয়া নাতাশা প্রমুখ। এঁদের নেতৃত্বে পাঠচক্রে দীর্ঘসময় ধরে

আলোচনাগুলোয় আলোকিত

আরও নেতৃত্বে কমরেডদের সঙ্গে হয়েছেন লেনিন। বারবার তাঁর বলেই মনে করি। সহযোদ্ধা কমরেডদের নাম উল্লেখ করে ছিলেন এক নিজের লেখনীর মধ্যে নারীদের পিটাসবার্গের সমস্যা এবং বুর্জোয়াদের এই কারখানাগুলোয় প্রশ্নে চূড়ান্ত সুবিধেবাদী অবস্থান শিশুর পাশবিক উন্মোচিত তিনি। করেছেন শ্রম, স্কুলের ঘণ্টা কোনওদিন ১৯০৭ সালে স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত না শুনতে পাওয়া শৈশব আর আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পেশ করা অপষ্টি-কমরেড ক্রপস্কায়াকে রিপোর্টে লেনিন লিখছেন, The তৈরি করেছে। ১৯১০ সালে Congress condemned the আন্তর্জাতিক নারী দিবসের opportunist practices of প্রাক্কাল থেকেই এই উদ্যোগের the Austrian Social-Demo-সহকারী প্রতিষ্ঠাতা কমরেড crats who, while conduct-

সর্বজনবিদিত এই কমরেড সহযোদ্ধারা. ১৯১৭-র নভেম্বরে পিপলস রাজনৈতিক শিক্ষকও ছিলেন। কমিসার অফ এডুকেশন অ্যান্ড অর্থাৎ এই দাবি করাই যায়, এনলাইটেনমেন্ট –এ ১৯০৫-এর অভ্যুত্থানকে লেনিন ডেপুটি যেমন dress rehearsal প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুশিক্ষার বলেছিলেন, ১৯১৭-র প্রসার বিষয়ের উপর তাঁকে মাহেন্দ্রুগণ আসার আগেই সেই দেওয়ার দায়িত্ব দেয় মহড়ায় অন্ত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে পার্টি। সোভিয়েত রাশিয়ার সাফল্য পেয়েছিলেন মহিলারা। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক আরও একটি ক্ষেত্র এই কর্মসচির একটি অত্যন্ত জরুরি প্রসঙ্গে সামনে আনা দরকার, যা লেখেন সচরাচর বেশ খানিকটা কম বিপ্লব আলোচনার মধ্যে এসে থাকে। শিশুদের ভবিষ্যত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মাদি ছাডাও হবে তার লেনিনের সাংবাদিকতা রূপরেখে টানা হয়, The task বিপলভাবে আকর্ষণ করে বহু the Party at the মানুষকে। মুখপত্রকে এগিয়ে নিয়ে present moment is যাওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর নথি mainly to carry on ideo-এবং রাষ্ট্রের চোখে ধুলো দিয়ে logical and educational গোপনে প্রাভদা চালিয়ে নিয়ে work for the purpose of যাওয়ার কালজয়ী ইতিহাস আমরা finally stamping out all traces of the former in-নানা জায়গায় শুনে থাকি। কিন্তু, equality and prejudices, আমরা একেবারেই মনে রাখিনি especially among the সামোইলোভাকে। কমরেড backward strata of the >200 সালে প্যারিসে proletariat and the peasantry and their hungry ছাত্রাবস্থায় লেনিনের সঙ্গে দেখা children. Not satisfied হওয়া এবং বলশেভিক পার্টির with the formal equality প্রতি মতাদর্শগতভাবে আস্থা of women, the Party অর্জন তাঁর। ১৯১২ সালে strives to free women মলোতভ বন্দি হওয়ার সময় from the material burden থেকে প্রাভদার সমস্ত ভার নিজের of obsolete domestic economy, by replacing কাঁধে তুলে নেন সামোইলোভা। this with the house-com-আমি সেই সময়ের প্রাভদার কথা munes, public dining-বলছি, যখন এটি শ্রমিকশ্রেণির halls, central laundries, কথা বলার, শোনার এবং crúches, etc. (Political শোনানোর এক এবং একমাত্র Program of the CPSU, 1919)। **১৯২**০-র **৩**রা মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সামাইলোভা নভেম্বরের মধ্যেই ত্রুপস্কায়া প্রাভদার দফতর সামলাতেন সফলতার সঙ্গে গঠন করেন অসংখ্য শ্রমিকের মাঝে, যাঁরা রাশিয়ার প্রথম উন্মুক্ত জয়েন্ট নিজেদের কথা জানাতে ভিড় লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক। ১৯২৯ করতেন রোজ। সাংবাদিকতার সাল থেকে আমৃত্যু সোভিয়েত সদর্থক এবং শ্রেণিসচেতন সংজ্ঞা রাশিয়ার ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রকের তৈরির যে কাজ লেনিন শুরু দায়ভার সামলে আসেন। করেছিলেন, অচিরেই তা এগিয়ে ইতিহাসে নারীর অবস্থান, গিয়েছিল সামোইলোভার হাত সমাজের প্রগতির প্রশ্নে নারীর লেনিনের নেতৃত্বাধীন ভূমিকা ও দায়িত্ব, সমাজ বলশেভিক পার্টির অভ্যন্তরে, পরিবর্তনে তার অংশীদারিত্ব অন্তত এই সময়কাল জুড়ে,

মহিলাদের অবস্থান এবং তাঁদের

প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এমনটাই ছিল।

ভঙ্গিবলয়ের বাইরে পড়তেন না।

নেত্রীর কথা বলতেই হবে

হিসেবে

অবশ্যম্ভাবীভাবে,

এক বলশেভিক

এই

লেনিন.

পার্টিনেতা

আরও

ইতিহাস তাঁকে লেনিনের স্ত্রী নামক উঠোন ছাড়া কোথাও জায়গা দেয়নি. তাই আরও বেশি করে বলতে ওনার কথা লেনিনের মহিলা সঙ্গে নাদেজা ত্রুপস্কায়ার ভূমিকাও নারীমুক্তির প্রসঙ্গে লেনিনকে চিনতে সাহায্য করতে পারে কমরেড ক্রপস্কায়াও সাক্ষী জরাজীর্ণ

উজ্জ্বল

তিনি,

শিল্পের

টেক্সটাইল

Sexually emancipated womancommunist এভাবেই নিজেকে ব্যাখ্যা বলশেভিক করতেন তিনি। ভিতর মহিলাদের পার্টির অবস্থান সম্পর্কে সবেবচ্চি উচ্চতার তার্কিক ঃ কমরেড আলেকজান্দ্রা কলোন্তাই। গণ– আন্দোলনের জন্য মহিলাদের জড়ো করার অপার দক্ষত কলোন্তাই অচিরেই জার–পুলিসের নজরে আসেন আগেই এবং ১৯১৭ সালের কটি বেশ বছর আত্মগোপনে কাটাতে লেনিনের পরিকল্পিত রাবোনিসার পাতায় সোভিয়েত জনগণের সরকারের সাক্ষর প্রথম মহিলা পদাধিকারী হন কীভাবে কলোন্তাই। সমাজ শ্রমিক বিভাগের কমিসার হিসেবে মহিলাদের নেতৃত্বে ১৯১৭–র বিপ্লব সলতে পাকিয়েছিল। তুখোড়ভাবে কাজ শুরু করেন মানুষ্টি। হিসেবে অসামান্য বক্তা নারীবাদী তত্ত্ব, যৌনতার প্রশ্নে নারীর অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ – এরকম আরও অনেক তকালীন সময়ের না–শোনা দুর্বোধ্য যোগ বিষয়ে তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ করেন হিসেবে। কলোন্ডাই। তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক চর্চার সঙ্গে সমাজের চলতি নিয়মগুলির বিস্তর ফারাক থাকায়, পার্টির ভিতরে এবং বাইরে দুক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে। তাঁকে সোভিয়েতের অ্যাম্বাস্যাডার হিসেবে সুইডেন ত্ৰুপস্কায়া. পাঠানো হয় ১৯২২ সালে। পরবর্তী ইতিহাসের মূলপাতাগুলোয় কলোন্ডাইয়ের এই পরিচয়টুকুই থেকে গেছিল গত ষাটের দশক পর্যন্ত। কিন্তু সমাজতন্ত্রে ভূমিকা নিয়ে পার্টি ও তার মতবিরোধ সম্পর্কে চিরস্থায়ীভাবে নারীবাদী তাত্ত্বিক সাহিত্য হয়ে থেকে যাবে। ওই বিশেষ সময়টিতে, এই বিশেষ ক্মরেডের প্রতি লেনিনের আস্থা-অনাস্থা মতানৈক্য আমাদের জানান নারীজনিত সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া, বলশেভিক পার্টি এবং লেনিন–কেউই সে সময়ে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিলেন না। তবু অস্বীকার করা যায় না আজ থেকে ১০০ বছর আগে নারীমুক্তির প্রশ্নে লেনিনের আন্তরিক প্রয়াস সোভিয়েতই সারা পৃথিবীতে নারীমুক্তির পথ প্রদর্শক। ভীষণ মনে পড়ছে, ভূমিষ্ঠ বিপ্লবের আকাশ ভাঙা

প্রায় ছিল না বললেই চলে

এমন একটি প্রেক্ষাপটে দাঁডিয়ে

কমরেডকে দিয়ে এই পর্যায়ের

সবচেয়ে

পার্টির

করব, তিনি

কলোন্তাই।

বেশি

মানুষ।

বলশেভিক

সম্ভবত

আলোচনা শেষ

কৌতৃহলোদ্দীপক

আলেকজান্দ্ৰা

১৯১৭–র অক্টোবরে, সদ্য চিৎকার ভেদ করে সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় কারখানার মহিলা শ্রমিকরা কমরেড লেনিনের উদ্দেশ্যে স্লোগান দিচেছন, Take power, Comrade Lenin: that is what we working women want. লেনিন, যাঁর নারী প্রসঙ্গে

মনোভাব নিয়ে এত কথা হল, সেই কমরেড লেনিন উত্তরে জানালেন.

এবং সমাজ বদলের পরে তার

নতুন অবয়ব ঃ প্রতিটি বিষয়ের

উপর দর্শন, অর্থনৈতিক

পর্যালোচনা, সমাজবিজ্ঞান,

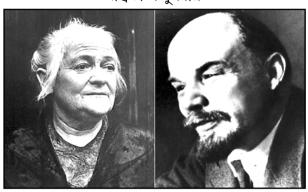
রাজনৈতিক চর্চা, ইতিহাস-

রচনা প্রভৃতি অত্যন্ত কম।

আজ থেকে ১০৬ বছর আগে

It is not I, but you the workers - especially the militant women, who must take power. Return to your factories and tell the workers that.

শাশ্বতী মজুমদার



ক্লারা জেটকিন ও লেনিন

বীমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা উঠলে সবার আগে যে মানুষটির কথা মনে পড়ে তিনি হলেন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ওরফে লেনিন। লেনিন সেই মানুষ, যিনি নারীকে পণ্য করতে চাননি। লেনিন সেই মানুষ যিনি নারীকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করে সমাজের উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত পুঁজিবাদীর শৃঙ্খল থেকে বের করে এনে নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। লেনিন সেই মানুষ যিনি নারীকে রান্নাঘর আর আঁতুরঘরের ঘেরাটোপ থেকে বের করে কারখানায় এনেছেন, মিছিলে এনেছেন, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের অংশীদার বানিয়েছেন। আজ আমরা আমাদের দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যে লড়াই করছি তারও পথপ্রদশর্ক লেনিন। এই লড়াই তিনি বহুদিন আগেই শুরু করেছিলেন এবং রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় তিনি ক্ষমতা দখলের পরেরদিনই তিনটি ডিক্রি জারি করেছিলেন জারের যুদ্ধের বদলে শান্তি, কৃষকের হাতে জমি ও সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা সোভিয়েতের প্রতি সমর্পণ। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই জারি করেন নারীমুক্তি এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ডিক্রি। আর তাঁর দেখানো পথ ধরেই সারা বিশ্বের মত ভারতের মহিলারাও নিজেদের মুক্তির লডাই করছেন। তাঁর ১৫৪তম জন্মদিবসে তাই তাঁর সেই লড়াই ও নারীমক্তি প্রসঙ্গে তাঁর মতবাদ আজ তাই আরো প্রাসঙ্গিক।

লেনিনবাদ বলে সমস্ত ধরণের শোষণ, ও অধীনতা থেকে নারীদের মুক্তির কথা। তিনি নারীমুক্তির ক্ষেত্রে যে মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেগুলি হল (১) দুনিয়ার সমস্ত পুঁজিবাদী, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা এইসব জাঁকালো কথার সঙ্গে সঙ্গে থাকে মেয়েদের অসমান অবস্থার অত্যন্ত ঘূণিত, বিরক্তিকর, নোংরা এবং পাশবিক সব আইন যা ভাঙতে হবে।

তাঁর কাছে নারীমুক্তি মানে হল নারীকে ক্ষুদ্র মালিকানার ক্ষুদ্র কাজ থেকে বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কর্মী হিসাবে নারীকে গড়ে তোলা। পুঁজিবাদ যেখানে নারীর শ্রম দেহকেই শুধু পণ্য করে সেখানে লেনিনের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছিল নারীকে সেই যন্ত্রনার বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা। সমস্ত সভ্য দেশে এমনকি সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও মেয়েদের অবস্থা এমনই যে তাদের সাংসারিক বাদি বলা হয়, আর সেটা অকারণে নয়। কোনো পুঁজিবাদি রাষ্ট্রেই এমনকি সবচেয়ে মুক্ত প্রজাতন্ত্রেও নারীদের পূর্ণ সমানাধিকার নেই। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অর্ধেক আকাশ নারী আজও পুরুষের বৈষম্য ও ভোগের পণ্য থেকে প্রকত মুক্তি পায়নি। উপরন্ত নারীকে তারা শ্রমের ক্ষেত্রেও শোষণ করে চলেছে।

ভারতবর্ষের মেয়েরাও সেই শোষণ থেকে মুক্ত নয় বরং এই শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয়, জাতপাতজনিত শোষণ। এই শোষণ থেকে মুক্তি মিলবে যে পথে লডাই করে তা হল লেনিন নির্দেশিত পথ।

নারীমুক্তি প্রসঙ্গে লেনিনের ভূমিকা, চিন্তাধারা যেমনভাবে রাশিয়ার মেয়েদের মুক্তি ঘটিয়েছিল তেমনভাবেই এই চিন্তাধারা বিশ্বের সমগ্র নারী সমাজের মুক্তি ঘটাতে সক্ষম বলে বিপ্লবী সমাজ মাত্রেই আজও স্বীকৃত। রুশ বিপ্লবের আগে সেদেশে নারীরা ছিল পুরুষদের সম্পত্তির মতো। জারের আইনমতে তারা ছিল পরিবারের ঘোষিত দাসী। কারণে অকারণে তাদের ওপর শারীরিক, মানসিক অকথ্য অত্যাচার। কলকারখানাগুলোতে তারা ছিল প্রায় বিনা বেতনের শ্রমিক। শিক্ষার অধিকারও প্রায় তাদের ছিল না। লেনিনের হাত ধরে হওয়া রুশ বিপ্লব ও রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মেয়েদের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল।

লেনিন ও রুশ বিপ্লব জন্ম দিয়েছিল বহু দক্ষ লড়াকু নারীযোদ্ধার। নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়া, সোফিয়া পমেরানেটস পেরাজিক, রাডোসেঙ্কা, নেভজোরোভা, লাকুবোভা, কাটাসেওয়া নাতাশা প্রমুখের। এছাড়াও ছিলেন ক্লারা জেটকিন, আলেকজান্দ্রা কোলনতাই–এর মতো দক্ষ, লড়াকু নেত্রী। যাঁরা ছিলেন রুশ বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রধান চালিকা শক্তি। লেনিনের স্ত্রী এবং বলশেভিক নেত্রী লেনিনের এই লড়াইয়ে সর্বদা তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেন একজন সহযোদ্ধা হয়ে। পরবর্তীতে পিপলস কমিসার অফ এডুকেশন অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট–এর ডেপুটি ছিলেন লেনিনের অর্ধাঙ্গিনী। এমনকি দলেরও এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। লেনিন নিজের স্ত্রীকে সহযোদ্ধা হিসাবে সম্মান দিয়েছেন চিরকাল। এখানেই তিনি অনন্য। আর তাই বুঝি তাঁর পক্ষে নারীর সমানাধিকারের লড়াই লড়া সম্ভব হয়েছিল।

আমাদের দেশে শোষণ বঞ্চনা, পীড়ন থেকে নারীর মুক্তির জন্য লড়াই করতে হলে একমাত্র লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে লড়তে হবে তবেই মিলবে প্রকৃত নারীমুক্তি।

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৯২ সংখ্যা 🗖 ৮ বৈশাখ ১৪৩০ 🗖 শনিবার

প্রকৃতির রুদ্র রোষ

তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা দেশ। অভূতপূর্ব এক দহনের সাক্ষী মানুষ। বাংলাও সে অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত নয়। বরং বাঁকুড়া পৃথিবীর সপ্তম উষ্ণ স্থানের দাবিদার। একাধিক জেলায় পানীয় জলের দাবি নিয়ে পথে নেমে মহিলারা রাস্তা অবরোধ করছেন। পরিস্থিতি বাস্তবিকই ভয়াবহ। রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তের জেলা ছাডা এতকাল চল্লিশ ডিগ্রি উষ্ণতার অভিজ্ঞতা অধিকাংশ বঙ্গবাসীর ছিল না। তারা দূর থেকে সে দহনের কথা জেনে এবং নিজেদের তেমন কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় না ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতেন। এখন সে ভাবনা অতীত। হামেশাই একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ ডিগ্রির ছেঁকা সহ্য করতে হচ্ছে সকলকে। আগামীদিনে তা আর কত উচ্চতায় পৌঁছাবে কে জানে! খেতের সবজি ও ফসলের পক্ষে এ মহাবিপদ সংকেত। একে অদৃষ্টের পরিহাস বলে কেউ মনে করতে পারেন। বাস্তবে এ হলো প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রকৃতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এমন প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হয়নি। বরং মানুষই বাধ্য করেছে তাকে এমন রুদ্ররূপ ধারণ করতে।

জীবজগতের দিকে তাকালে খব সহজেই অন্যদের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য ধরা পড়ে। কোনও পশু বা পাখি প্রকৃতির উপর খবরদারি করে না। প্রকৃতির নিয়মাবলি মেনে নিয়েই তারা নিজেদের টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে জীবনের পথে এগোয়। তাদের শরীরও তদনরূপ ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে। মানুষই ব্যতিক্রম। সে চায় প্রকৃতির উপরও খবরদারি করতে। নদির জলধারাকে বাঁধ দিয়ে নিজের পথে চালায়, পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে রাস্তা বানিয়ে জনপদ গড়ে তোলে, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অরণ্য ধ্বংস করে আকাশচুস্বি অট্টালিকার সারি গড়ে, তাতে বসায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র। ডিজেল পেট্রলের ধোঁয়া–বিষ বাতাসে উগরে দেয় আরও দ্রুত ছুটে যাবার মোহে। অতঃপর, এখন সে আর জমিনদারিতে খুশি নয়, চায় আকাশের মালিকানা। সম্প্রতি মরুময় আরব দেশে মেঘকে দোহন করে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামাবার খবর সামনে এসেছে। প্রশ্ন হলো, প্রকৃতির চরিত্র নাশের এইসব প্রয়াস কি সহজ ভাবে মেনে নেবে প্রকৃতি? সে তার রোষ ব্যক্ত করবে না?

এই তীব্র দাবদাহ সেই রোমেরই ফলশ্রুতি। প্রকৃতির সহজ সঙ্গ ত্যাগ করে কংক্রিটের কঠিন প্রেমে মানুষের মজে ওঠার এই পরিণতি। শুধু শহর নয়, গ্রামও এখন কংক্রিটে মোড়া। মাটির রাস্তা কংক্রিটের নিচে মুখ লুকিয়েছে। সূর্যের যে তীব্র উত্তাপ নিজের বুকে ধারণ করতো ঘাস ও মাটি, কংক্রিট এসে সে তাপ ফিরিয়ে দিচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। শাসকেরা খনিজের লোভে অরণ্য ও অরণ্যবাসীদের উচ্ছেদের অধিকার তলে দিচ্ছে কর্পোরেটের হাতে। তারা লোভান্ধ, সর্বনাশা ভবিষ্যতের ছবি চোখে দেখতে পায় না। সবুজ ধ্বংসের বিপরীতে বিকল্প বনসূজনে উদ্যোগী হওয়া যেত, কিন্তু অদূরদর্শীরা তাতে আগ্রহ দেখায়নি। দৃষ্টিভঙ্গির অভাব— তাই ক্লাবে ফুর্তি করতে লক্ষ টাকা দিলেও, সরকার বৃক্ষপালন বা রোপণে কোনও নির্দেশ দিতে পারে না। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা উল্টে তরুণদের টেনে নামিয়েছে দুর্নীতির পাঁকে। কখনও মন্ত্রণা দিয়েছে অস্ত্রহাতে ধর্মীয় মিছিলে সামিল হতে। অথচ সঠিক দিশা ও প্রেরণা পেলে আজও এই তরুণেরাই মানব সমাজকে সংকট থেকে বাঁচাতে পারে। স্বেচ্ছাব্রত নিয়ে গ্রামে–গঞ্জে দল বেঁধে মানুষকে বোঝাতে পারে জলাভূমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা। ধ্বংসের হাত থেকে আগামী পৃথিবীকে বাঁচাবার মতো মহত্তম মানবসেবা ও দেশসেবা আর কী হতে পারে? তার চেয়ে বড় ধর্ম এবং বড় পুণ্যই বা কী?

লেনিনবাদের পথ কালান্তর

মোদি

মারাত্মক

সোভিয়েত

সরিয়ে

নরেন্দ্র

হামেশাই বলে থাকেন যে

এক

ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের

সমাজতান্ত্রিক ব্লকের পতনের পর

১৯৯১ উত্তর সময়ে দ্য এন্ড অব

হিটিরং অনুচরেরা যেমন দেশে

দেশে লেনিনের মূর্তি ভাঙার

বাম শাসন

বিজেপি ক্ষমতায় এসেই সেই

একই পথে লেনিনের মূর্তি ভাঙার

তাণ্ডব চালায়। কেরালা সহ

অন্ত্রেও এমন আরও উদাহরণ

১৯০৬ সালে লণ্ডনে লেনিনের

আসলে, সাভারের সেই সময়

গিয়েছিলেন। উঠেছিলেন 'ইন্ডিয়া

হাউজ' নামক বাড়িতে। ১৯০৫

সালে বাডিটি ছাত্র আবাসের

উদ্যেশ্যে শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা

লাজপথ রাই, মাদাম কামা'র

মতো মানুষদের আনাগোনা ছিল।

হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী

লড়াইয়ে ভারতীয়দের স্নায়ুকেন্দ্র

তাছাড়াও আসতেন রাশিয়া,

বিদেশের বিপ্লবীরা। সেখানে গে

আলফ্রেড নামে জনৈকের সঙ্গে

সাভারকারের আলাপ হলে তিনিই

তাঁর সঙ্গে লেনিনের সাক্ষাৎ

ঘটার ব্যবস্থা করেন। শোনা যায়

সাভারকর নাকি লেনিনের যুক্তির

আরএসএস নির্দেশিত উগ্র

হিন্দরাষ্ট্রের সংগঠন জনসংঘ হয়ে

এই গল্পটি সংক্ষেপে উল্লেখ

করা হল এই কারণে যে কবে

বিজেপিওয়ালারা বলতে শুরু

করবেন যে লেনিনের সঙ্গে যখন

সাভারকরের সাক্ষাৎ ঘটেছিল

তখন লেনিনওয়ালাদের বিজেপি

মেরুর বিবেকানন্দ থেকে শিবাজি

এমনকি আম্বেদকর পর্যন্ত সব

কিছুকেই হাইজ্যাক করে তাঁদের

ভারতীয়ত্বের বৈশিষ্ট্যকে হিন্দুত্ব

বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার

খেলায় মেতেছে। ভারতের

জনতাকে কর্পোরেট রাহুগ্রাসে

ঠেলে দিয়ে ধর্মের মেরুকরণে

বিভক্ত করার খেলায় নিজেদের

নাম রেখেছে ভারতীয় জনতা

পার্টি। হিটলার যেমন নিজ দলের

নাম রেখেছিল জাতীয় সমাজবাদী

প্রভাবিতও হয়েছিলেন

দেশে ফিরে লেনিনের

চেতনা তো দুরস্থান

আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক,

ইরান, চিন প্রভৃতি

কিনেছিলেন। যেখানে

কিন্তু, মোদিরা কি জানেন যে

গুরুমশাই সাভারকর

হয়েছিলেন।

লাল

মিশ্ৰ,

দেশ–

আছে।

সাক্ষাৎপার্থী

আইন

তুলেছিল, আমাদের

্বিধানমন্ত্ৰী

কমিউনিজম

মতবাদ। এমনকি,



কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের যুগে প্রাভদা পডছেন লেনিন।

—ফাইল চিত্ৰ

(নাৎসি) পার্টি। হিটলার যেমন (রাইগস্ট্যাগ) কমিউনিস্টদের চালিয়ে দিয়ে তাদের নিষিদ্ধ করে করেছিল, বিজেপিও একইভাবে কমিউনিস্ট মতবাদকে বলছে। গোলওয়ালকার থেকে সাভারকর সকলেই মসলিম-খ্রিস্টান– কমিউনিস্টদের মল শত্রু ঘোষণা করেছে। হিটলার যেমন ১৯৩০-এর দশকে পুঁজিবাদের গ্রেট থেকে জার্মান পুঁজিবাদকে পরিত্রাণের জন্য আর্য স্লোগান তুলে ইহুদি নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল, মোদিও তেমন বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্তমান সংকট থেকে ভারতীয় ক্রোনি ক্যাপিটালের পরিত্রাণে হিন্দুত্বের কথা বলে মুসলমান সাফাই

এর নাম ফ্যাসিবাদ। মোদি শাসনে আমরা এখন ভারতীয় সংস্করণের চ্যালেঞ্জের এমন এক পরিস্থিতিতে লেনিনের ১৫৪তম আমরা জন্মদিবস পালন করছি

অভিযানে নেমেছে।

লেনিন ফ্যাসিবাদ দেখে যাননি, কাজেই আমাদের ভারতে উত্থিত ফ্যাসিবাদের মোকাবিলায় লেনিনের শিক্ষা কি এমন প্রশ্ন অনেকেই তুলে থাকেন। আসলে, সাধারণত ফ্যাসিবাদ বলতে হিটলারের উত্থানকেই ধরে যেমন করে ওরা সম্পূর্ণ বিপরীত উত্থান ১৯১০ সালে আর সংজ্ঞায়িত করে গেছেন এবং ইতালিতে সালে ফ্যাসিবাদীরা ক্ষমতায় এসে গেছে। লেনিন বেঁচেছিলেন ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। ঐ ১৯২২ সালেই পেত্রোগ্রাদে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৪র্থ কংগ্রেসের অধিবেশনে লেনিন ইতালির হলো সংবাদ মাধ্যম বা মিডিয়া ফ্যাসিবাদকে রাশিয়ার ব্ল্যাক হান্ড্রেড গ্রুপের সঙ্গে তুলনা করে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। ১৯০০ সাল থেকে লেনিনদের বা

জাতিদান্তিক ঐ রুশ ফ্যাসিস্টদের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

ফ্যাসিবাদ মানে পুঁজিবাজারে ক্ষযিষ্ণ দশা প্রসঙ্গে বিখ্যাত ব্রিটিশ মার্কসবাদী ও গোড়ার মুখে অগণিত ভারতীয় কমিউনিস্টের শিক্ষাগুরু রজনী পাম দত্ত কি বলেছেন? রজনী পাম দত্তর এই ১৯৩৫ সালের ২০ বক্তব্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ১২ খন্ডের ১৪ নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে তিনি বলেছেন 'সাম্রাজ্যবাদের ক্ষযিষ্ণু দশা' মানেই 'ফ্যাসিবাদের ক্ষযিষ্ণু কারণ, ফ্যাসিবাদের ভূমিকা পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের থেকে জন্ম লাভ করে

অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত।

উপাদিকা শক্তির

এবং বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের

<u> ক</u>ল

বিকাশের বৈরি।

আমরা ভারতের বুকে এখন মোদি এদেশের শাসনে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ধ্বংসলীলার, শ্রম আইনকে কর্পোরেটদের হাতে দিতে, দেশজ সকল উকৰ্ষতা বিপিও'র নামে চালান করতে এবং সকল সযম্ভর ক্ষেত্ৰকে ক্রোনি ক্যাপিটালের কাছে উপটোকন দিয়ে কমিউনাল অক্ষ গডতে দেখি। আজ শতবৰ্ষ পরে এসে বিশ্মিত হতে হয় এই রজনী পাম দত্ত তার ব্যাখ্যা করে গেছেন। আজকের প্রেক্ষিতের নতুনত্বের নিরিখে তার রূপের অবশ্যই বৈচিত্র্য আমাদের তুলনা

করতে জানতে হবে। ফ্যাসিবাদের আরেক ফ্রন্ট ক্ষেত্র। হিটলারের প্রচার সচিব পরে সম্প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস। তার দর্শন হল তুমি যা চাও তা চরিতার্থ চলেছেন। এই সংগ্রামে জয়ী হতে করতে একই মিথ্যেকে শত– রাশিয়ার বিপ্লবীদের উগ্র সহস্রবার বলে যাও। মানুষ জন্মদিবস পালনের তাৎপর্য।

সাধারণত সরলমতি। একসময় তারা সেটিই বিশ্বাস করতে বাধ্য সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কে পুঁজিবাদী দর্শন বলতে লেনিন বলে গেছেন ঃ নিজেরা যা চায় এবং যে ধরনের বাজার চায় অপরিহার্যতা দেখানোই তাদের কাজ। আজ আমরাও তাই মোদি জমানায় দেশের বহুল প্রচলিত ২ ৬টি একচেটিয়া কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যমকে মোদি মাহাত্ম্য প্রচারে বিক্রিত হতে দেখি।

ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে ১৯০৮ সালে সংকলনের ২২তম খডে লেনিন বলে গেছেন ঃ নেটিভ দাসেরা আজ ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সভ্যতাকে যারপর নাই উত্তক্ত করে চলেছেন। তাতে সভ্যতার নামে নিপীড়ন ও অত্যাচারের কোনো অন্ত নেই।... এব্যাপারে বিন্দুমাত্র কোনো সংশয় নেই যে পারস্য ও ভারতীয় গণতান্ত্রের ওপর 'উন্নত' ইংরেজদের এই অভিযান যেমন কোটি কোটি এশীয় প্রলেটারিয়টের ওপর বিপর্যয় নামিয়ে আনছে তেমনই তাঁদের এই সংগ্রামে অবশ্যম্ভাবী বিজয় উৎপীডকদের জন্যও বিপর্যয় ডেকে আনবে। যেমন ইউরোপের শ্রেণি সচেতন শ্রমিকশ্রেণিও এখন কমরেডদের সঙ্গে পাচ্ছেন এবং উত্তরোত্তর তার বৃদ্ধি ঘটছে।

প্রশ্ন হল লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী করে আমরা ভারতকে হয়েছি। কিন্তু, স্বাধীনতা সংগ্রামের গৰ্ভ থেকে উঠে আসা শোষণহীন ভারত গড়া থেকে অনেক দুরে। সেই সংগ্ৰাম আজও চলেছে। সেই পরিবর্তিত ভারত গড়ার লড়াই আজ মোদি'র ফ্যাসিবাদী জমানা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে পারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পুক্ত। আর, সেই সংগ্রামেও লেনিন আজও আমাদের দিলাম দিশা দিয়ে

কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে লেনিনের হাতিয়ার ড. বিশ্বস্তুর মন্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রিনিনের জন্মদিনে (২২ এপ্রিল) লেনিন চর্চা তো চলবেই পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ক্রেন্টেক ক্রিন্টেক প্রায় সব দেশের কোনো না কোন প্রান্তে। যদিও লেনিন চর্চা কোন বিসন্তের কোকিলের মত সাময়িক বিষয় নয়, বছরের পর বছর ধরে সারা বছর ধরেই চলে লেনিন চর্চা, চলবেও। কারণ মাত্র ৫৪ বছর বয়েসে ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারী বিদায় নিলেও পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন এমন একটা মতাদর্শ যা আজও শোষিত মানুষের লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে রয়ে গিয়েছে। লেনিনের কাছে দর্শন সৌখীন তত্ত্ব বিচার নয়, সংগ্রামের অস্ত্রওসমগ্র দর্শনের ইতিহাসে যেখানে বা যে রূপেই হোক না কেন মেহনতি মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ঠ করবার সচেতন বা অচেতন তাত্ত্বিক আয়োজন, তার বিরুদ্ধে লেনিনের দুর্বার ও নির্মম সংগ্রাম। এখানে লেনিন সম্মুখ সমরে বিশ্বাসী-শ্রেণি-শোষণের সবরকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বগত চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরাসরি তাঁর যদ্ধ ঘোষণা। (প–৭–৯)। কিশোর বয়স থেকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বিপ্লবী লড়াইয়ের পথকে। লেনিনের কাছে বিপ্লব নেহাতই মুখের বুলি নয় ঃ বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অবিচল ছিলেন বলেই তিনি জানতেন যে নির্ভুল দার্শনিক বিচারকে বাদ দিয়ে বা অবজ্ঞা করে বিপ্লবের চাহিদা মেটানো অসম্ভব। অবশ্যই তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য বলতে দুনিয়াকে বদলানো কিন্তু এ বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছिलान य पुनियादक ना वृद्धा वा जुन वृद्धा ठिक-পথে वमनाता অসম্ভব (প-১৩)। বিপ্লবী লড়াইয়ের জীবনে অত্যাচার, নির্যাতন, নির্বাসন নেমে এসেছে বারংবার, তবু পিছিয়ে যান নি লড়াই থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্রদের স্বার্থে ল।াই করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন। বিচারে এক বছর জেল হয় তার। জেলখানায় পুলিস তাকে বলেছিল হৈ –হাঙ্গামায় কি আর হবে ছোকরা? শেষটা তো ওই দেয়াল"। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'দেওয়াল ঠিকই, তবে ঘণ ধরা। ধাক্কা দিলে ভেঙে যাবে'। তিনি সনিপণ কৌশলে জেলের ভিতরে খবর আদান-প্রদান করতেন। গ্রন্থাগার থেকে বই তুলে সেই বইয়ে প্রয়াজনীয় অক্ষরগুলির উপর বিন্দু চিহ্ন দিতেন। বিন্দুগুলো যোগ করে প্রয়োজনীয় শব্দ তৈরি হয়ে যেত।১৮৯৭ সালে জার সরকার দেশবিরোধী বিপ্লবী কার্যকলাপের অভিযোগে সাইবেরিয়ায় তিন বছরের জন্য তাঁকে নির্বাসন দেয়। নির্বাসিত জীবনকেও তিনি কার্যকরী করে তুলেছিলেন সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনায় ও লেখালেখিতে। প্রস্তুত করে ছিলেন পার্টির কর্মসূচি। এছা।।ও নির্বাসিত জীবনেই বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করা বিপ্লবী গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে ইসক্রা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ধীরে ধীরে ইসক্রা পত্রিকাকে পার্টির তত্ত্বগত ও সংগঠনগত সংহতির হাতিয়ার করে তলেছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই মার্কসবাদ বিষয়ক বইপত্র পড়তেন। প্রত্যক্ষ কাজের পাশাপাশি রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক পড়াশোনা করতেন নিয়মিত। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতাক্ষ কাজের সাথে মতাদর্শের নিয়মিত ও ধারাবাহিক অনুশীলনের সাহায়েই অত্যাচার, নিপীডণ ও শোষণের আগাছা উপড়ে ফেলে শোষিত মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। রকমারি তালগোল পাকানো কঠিন কঠিন রহস্যময় শব্দ আর বাক্য দিয়ে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের কাছে মার্কসবাদকে পৌঁছে দেওয়া যাবে না এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সহজবোধা ভাষায় মার্কসীয় মতবাদকে মানষের কাছে পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করতেন সবসময়। মার্কসবাদ পড়া, মার্কসবাদ প্রচার করা ও সংগঠন গড়ে তোলা – এই তিনটে কাজ তিনি নিয়মিতভাবে নিজে করতেন ও সংগঠনের সবাইকে কাজগুলো করার জন্য খুব গুরুত্ব দিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি শ্রমিকশ্রেণিকে সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং সমাজ পরিবর্তনে শ্রমিক শ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। তাঁর মতে, শ্রমিক শ্রেণিই আপামর মেহনতী মানুষের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। তিনি জানতেন আপাতনিরীহ বিষয়ের মধ্যেও কোন না কোন একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। তাই তিনি রাজনীতি বর্জিত ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে শ্রমিকরা যেন আটকে না পড়েন সেদিকে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি শ্রমিক শ্রেণির কাছে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিনিয়ত রাজনীতিকে লালনপালন করার আহ্বান রেখেছিলেন। তবে তাঁর মতে, শাসকের বিরুদ্ধে চান্তি লড়াই জেতার জন্য শ্রমিকশ্রেণি একা পেরে উঠবে না. তাকে জোট বাঁধতে হবে কৃষকদের সাথে। আজকের দিনে যেমন নানান রঙের ছদ্মবেশী, গিরগিটি, ছদ্ম–মার্কসবাদীদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়. সেই সময়ে লেনিনকেও একই কাজ করতে হয়েছিল। তাদেরকে লড়তে হয়েছিল মার্কসবাদী বলে দাবি করা এমন একদলের সাথে যারা ধনী লোকদের স্বার্থ রক্ষায় আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করত। ল।তে হয়েছিল বিভ্রান্তি আর দোদুল্যমানতায় ভরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সাথে। লড়তে হয়েছিল মার্কসবাদী বলে দাবি করা আরো একদলের বিরুদ্ধে যারা শংখলার প্রতি তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা পোষণ করতেন। কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লড়তে হয়েছিল স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে। এইভাবে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে শ্রমিক শ্রেণির পার্টির বুনিয়াদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। লেনিনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পার্টির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পার্টির নানা স্তরের কমিটিগুলোতে ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময় করে সংখ্যাগরিষ্টতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। সংখ্যাগরিষ্টতার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সবাই মিলে রূপায়ণ করত। এইভাবে ধীরে ধীরে গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে সদত বন্ধনের পার্টি গড়ে উঠেছিল। পার্টি সব স্তরেই সবার ক্ষেত্রে শঙ্খলা রক্ষা সমানভাবে গুরুত্বপর্ণ ছিল। দলের ভিতরে তাঁর নিজের কমরেডরাই মং মার্কসবাদের আনুগত্য মানলেও কাজে একরকম মার্কসবাদ–বিরোধিতায় – মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এক দার্শনিক মতের প্রচার–অভিযানে–প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। লেনিনের মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও–ক্রিটিসিজম বইটির অব্যবহিত উদ্দ্যেশ্য হল রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে কিছু তথাকথিত মার্কসবাদী যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন তারই নিরসন। (পু–২৮) সারা ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে যখন মাখ দর্শনের প্রবল আধিপত্য, সেই সময়ে আর্ন্তজাতিক মতাদর্শগত আন্দোলনে মাখ-এর পজিটিভজম বা দৃষ্টবাদকে মাথায় তুলে নাচা হচ্ছে। সেই সময়ে লেনিনের মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও–ক্রিটিসিজম বা বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ–বিচারবাদ বইটির প্রকাশ পাল্টা আর্ন্তজাতিক আন্দোলনে রসদ জোগায় ও মাখ–এর দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তলে ধরে। একই সাথে মনে রাখতে হবে দার্শনিক হিসাবেও লেনিনের প্রধান সংগ্রাম যেহেতু কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ, সেইহেতু কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে লেনিনের বিরুদ্ধে যে কুৎসা–মুখর সাহিত্য রচিত হবে তাতে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবার কথা নয়। (পু-১০) এতদ্ সত্ত্বেও লেনিন তাঁর কর্মজীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত দৈনন্দিন রাজনীতির কাজে–বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে–উৎসর্গ করেছিলেন।

তথ্যসূত্র ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দার্শনিক লেনিন, মনীষা, কলকাতা, ২০১০

জ ২২ এপ্রেল লোননের ১৫০০ন আমাদের দেশ ভারতের বুকে আমাদের দেশ ভারতের বুকে তালে। একদিকে. মানুষের লডাইয়ের স্পষ্ট ব্যারিকেড রচিত হয়ে গেছে। একদিকে. কর্পোরেট তোষক ও ধর্মীয় মেরুকরণের ফ্যাসিস্ট আরএসএস– বিজেপি। অন্যদিকে, বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাতার। এই সময়ে লেনিনের কিছু প্রাসঙ্গিক শিক্ষাকে মনে যাক।

সেকালের যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই সে দেশের জনসাধারণের আশা আকাজ্ফাকে ভাষা দেওয়ার জন্যই মহামতি লেনিন রুশ বিপ্লব সংঘটিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং তাঁর নেতৃত্বে ও বলশেভিক পার্টির উদ্যোগেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। একদিকে জার সাম্রাজ্যের শাসন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জনসাধারণ যেমন আগ্রহী হয়েছিল ঠিক তেমনি জারের মতো শাসকদল আর শাসন করতে পারছিলও না। এমন এক পরিস্থিতিতে জনসাধারণ মাত্র তিনটি দাবিতে জমি, রুটি ও শান্তির দাবিতে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মহান রুশ বিপ্লব সংঘটিত করে। যা পরবর্তীকালে সে দেশের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে পরিণত হয়।

আমাদের দেশেও বর্তমানে একটি ফ্যাসিবাদী এবং ধর্মীয় মৌলবাদী ও জাতিসত্ত্বা বিদ্বেষী একটি সরকার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। তারা একদিকে যেমন জনসাধারণের উপরে নানা ধরনের আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে ধর্মীয় বিভেদের সৃষ্টি করে সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এবং আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়কে অত্যাচার করার চেষ্টা করছে।

এমন অবস্থায় দেশের সমস্ত বিরোধী দল ও শক্তিকে একজোট হয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। শুধু সেই সরকারকেই উৎখাত করা নয়, সেই আদর্শকেও উৎখাত করতে হবে। এই কারণেই আজকে সময় এসেছে বুঝে নেওয়ার ব্যারিকেডের কোন দিকে কে থাকবে। অর্থাৎ ব্যারিকেডের একদিকে রয়েছে দেশের শাসক সম্প্রদায় আর অন্যদিকে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

রকেড–এর কে কোন

প্রবীর কুমার বসু

সরকারকে সেই পথে যেতে গেলে তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে ব্যারিকেডের কোন দিকে কারা আছেন। আজকে যখন দেশজুড়ে একটা ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি চলছে অন্যদিকে ইতিহাসকেও বিকৃত করার চেষ্টা চলছে। যে সময়ে প্যান্ডেমিক হয়েছিল সে সময় দীর্ঘ ২ বছর স্কুল কলেজ পঠন–পাঠন বন্ধ হওয়ায় পাঠ্যসূচিতে হ্রাসের নামে সেই সুযোগ নিয়েই ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং অর্থা এন সি ই আর টি তাদের সিলেবাসে বদল ঘটায় এবং ইতিহাসের পাঠ্যসূচি থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বাতিল করে দেয়। বলাই বাহুল্য যে মুঘল সাম্রাজ্য আমাদের দেশে যে সময়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে সেই সময় ধর্মীয়ভাবে তারা হিন্দু ধর্মের না হলেও অনেক সম্রাটকেই দেখা গিয়েছে যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে।

কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরটিও জাহাঙ্গীরের আমলেই নির্মিত হয়েছিল এবং তারা সেই অঞ্চলটিকে ধর্মীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেই সেটা দান করেছিল। সুতরাং এরকম অসংখ্য দেশের মঠ মন্দির আছে যেগুলো মুঘল সাম্রাজ্যের সময় মুঘলদের দানেই গড়ে উঠেছিল। তাই সিলেবাস থেকে মুঘল সাম্রাজ্যকে বাদ দেওয়ায় দেশের সর্বত্র ইতিহাসবিদরা গর্জে উঠেছেন। এমন ধরনের বহু উদাহরণ দেখতে পাওযা যাবে যেখানে ধর্মীয়বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং ব্যারিকেডের এদিকে যারা থাকবেন তাদের সকলকেই বলতে হবে যে তারা কোন কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরোধিতা করছেন। শুধু কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এই রাজ্যের প্রতি হচ্ছে এইটুকু বললেই হবে না।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়েতারা আছে। এ রাজ্যের ও স্যাসের মূল্য, অগ্নিমূল্য ১১০০ টাকা ছাড়িয়ে সাড়ে ১১০০ টাকা হয়েছে। পেট্রল–ডিজেলের দাম প্রচন্ড বেড়ে গিয়েছে। সেইরকম কৃষি পণ্যের উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত উপকরণ লাগে সেগুলোর দাম অজস্র পরিমাণে বেড়েছে এবং এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধেই আজকে সংগ্রাম সংঘটিত করতে হবে আর সেক্ষেত্রে সমস্ত বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তিকে একজোট হতে হবে।

বর্তমানে কেন্দ্রে যে পরিচালিত সরকার আছে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সেই সরকারের স্বৈরাচার নজিরবিহীন ঘটনা। কেন্দ্রের এ বছরের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকসভায় পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিদেশে রাহুল গান্ধির ভারতের গণতন্ত্র হত্যার মন্তব্য করে তার প্রতিশোধস্পৃহায় রাহুল গান্ধিকে লোকসভায় বক্তব্য বলতে না দিয়ে গুজরাটের একটি কোর্টকে দিয়ে তাঁকে ২ বছরে কারাদণ্ড দিয়ে সেই অজুহাতে তাঁর পার্লামেন্টে সদস্যপদ খারিজ করে দেয় উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়েই। রাজ্যে বিজেপি বিরোধী সরকার আছে প্রতিটি রাজ্যের রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দ্বারা উত্তপ্ত এবং বিরক্ত করা হচ্ছে।

দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকারের উপ–মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকেও জেরা করা চলেছে। বিহারের নিতিশ কুমার মন্ত্রিসভার উপ–মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে বারে বারে সিবিআই এবং ইডি হামলা চালাচ্ছে। তাদের হেনস্থা করছে। তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতির সদস্যা কবিতাকে বারে বারে দিল্লি ডেকে পাঠানো হচ্ছে এবং তাকে হেনস্থা করা হচ্ছে। এরকম ঘটনা সারা দেশজুড়ে প্রতিটি বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কারণে চারিদিকে যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে গ্যাসের মূল্য, রান্নার অকারণে কেন্দ্রীয় এজেন্সি মারফত অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

আর এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যারিকেডের এপাশে যারা আছেন তাদের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। তানা হলে আমাদের দশা হবে সেই নাৎসি জার্মানির মতো। সেখানকার অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক কবি লিখেছেন, ওরা অর্থাৎ নাৎসিরা যখন ইহুদিদের মারতে এল তখন আমি किছু विनि। किनना आभि देशिन नरे। उता यथन त्राभान क्राथिनकरमत মারতে এল আমি তখন কিছু বলিনি। কেননা আমি রোমান ক্যাথলিক নই। ওরা যখন পোল্যান্ডের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করতে এলো তখনও আমি কিছু বলিনি কেননা আমি পোল্যান্ডের লোক নই। ওরা যখন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের উপর অত্যাচার করল, তখনো আমি কিছু বলিনি কেননা আমি সোশ্যাল ডেমোক্রাট নই। যখন ওরা যখন আমার ওপর আক্রমণ করল আমি তখন তাকিয়ে দেখলাম যে আমার চারপাশে আমার কোনো বন্ধু নেই। এই কথা আজকের ভারতের রাজনীতির পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত। আজকে যদি আমরা সমস্ত বিরোধীদের যেকোনো বিরোধী শক্তির ওপরেই কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণকে প্রতিহত করতে না পারি এবং তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে না পারি তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের দশা দাঁড়াবে যে আমাদের ওপর যখন আক্রমণ আসবে তখন আমরা দেখব আমাদের আর কোনো বন্ধু নেই। অর্থাৎ আমাদের লড়াইয়ের ময়দান ফাঁকা হয়ে যাবে। এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একদিকে যেমন জনসাধারণের উপরে আর্থিক দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে গণতন্ত্রকে মানবাধিকারকে যতটা সম্ভব সংকুচিত করার চেষ্টা করছে, এইরকম একটি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিরোধী দলের প্রয়োজন একজোট হওয়া এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী নীতি এবং কর্পোরেট ঘ্যাঁষা অর্থনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং সংগ্রাম করা। যাতে সেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আগামী দিনের রাজনৈতিক আদর্শগতভাবে পরাস্ত করা যায়।এর মধ্যে দিয়েই লেনিনের শিক্ষাকে পাথেয় করে আমরা লেনিনের জন্মদিবসটি সঠিক ভাবে পালন করতে পারব। তাঁর মতাদর্শকে আমরা সঠিকভাবে আমাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারবো–– এই আশা রাখি।

২২ এপ্রিল, ২০২৩ / কলকাতা COMPOSE:

ঘটনাতেই বহু নারোড়া

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ এবং ভিএইচপি নেতা জয়দীপ গুজরাতে ২০০২–এর দাঙ্গায় পটেলেরও। অভিযক্তদের অনেকেরই এখনও সাজা হয়নি। একাধিক মামলায় সবে শুনানি শুরু হয়েছে। আবার বিলকিস বেগমের মতো বহু মহিলাকে ধর্ষণ ও খুনে দোষী সাব্যস্তকে গুজরাতের বিজেপি সরকার মুক্তি দিয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে আদালত অভিযুক্তদের নির্দোষ বলে মামলা খারিজ করেছে একাধিক ঘটনায়। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে নারোড়া গাম। আমেদাবাদের নারোড়া গাম হত্যাকাণ্ড দাঙ্গার সময় আলাদা করে গোটা দেশের, এমনকী বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে পেয়েছিল গুজরাতের তকালীন মন্ত্রী মায়া কোডনানীর যুক্ত থাকার অভিযোগ ঘিরে। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১১জনকে জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কী জয় স্লোগান দিতে দিতে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে প্রহরায় তাঁদের গাড়ি হাসপাতাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের থেকে বেরিয়েছিল। প্রসঙ্গত লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় নাম গুজরাতে নরেন্দ্র মোদির তকালীন বছর ফেব্রুয়ারিতেই গুজরাতের তারা ১১জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর জড়ায় বজরং দলের বাবু বজরঙ্গী সরকারে মন্ত্রী ছিলেন শাহ।

গুজরাত দাঙ্গার সেই ঘটনায় হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণের মামলারই স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম এমন পরিণতি হয়েছে। অর্থাৎ আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৬৭জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। মায়া কোদনানী এবং তোলা অভিযোগের সপক্ষে বজরং দল ও ভিএইচপির উপযক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব নেতাসহ সকলকেই আমেদাবাদের রয়েছে বলে মনে করেছে। বারে আদালত বৃহস্পতিবার নির্দেষি বারে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ বলেছে। বিজেপি নেত্রী মায়া উঠলেও তা শোধরানোর কোনও কোদনানীর নাম জড়িয়েছিল চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ আরও একটি হত্যাকাণ্ডেও। সেই দ্রুত এবং যথাযথ তদন্তের স্বার্থে মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন সাজা সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ তদন্তদল হলেও হাইকোর্ট তাঁকে অভিযোগ গঠন করে দিয়েছিল। নারোড়া থেকে রেহাই দিয়েছে। নারোড়া গাম মামলার পরিণতি নিয়ে গামের হত্যাকাণ্ডে নিম্ন আদালতই শুক্রবার রাজ্যসভার সাংসদ এবং মক্তি দিল তাঁকে। ২০১৭ সালে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বাল এই মামলায় আদালত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমদাবাদ আদালতের সিদ্ধান্তের অমিত শাহকে তলব করেছিল সমালোচনা করে বলেন, আমরা কোদনানীর বক্তব্য যাচাই করতে। কি আইন শাসনের উদযাপন শাহ আদালতে বলেন, ঘটনার করবো নাকি এর মৃত্যুতে দিন তিনি কোদনানীকে সকালে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত। বিধানসভায় এবং দুপুরে স্থানীয় বহু চর্চিত ওই মামলার পরিণতি নিয়ে সরব হয়েছে গোটা বিরোধী হাসপাতালে দেখেছেন। পুলিসের শিবির। সমাজ মাধ্যমেও আছড়ে পঞ্চমাল জেলার একটি আদালত

২০০২–এর দাঙ্গায় সংখ্যালঘ সম্প্রদায়ের ১৩জনকে খুন এবং ধর্ষণ ও সম্পত্তি বিনষ্টের ঘটনায় অভিযুক্ত ২৬জনকে মুক্তি দেয়। বিচারকের বক্তব্য, সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবেই অভিযুক্তদের নির্দোষ বলতে হচ্ছে। আগের মাসে অর্থাৎ এ বছর জানুয়ারিতে পঞ্চমালের আদালতই দুই শিশু-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৭জনকে খুনের ঘটনায় ২২জনকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয় প্রমাণের অভাবে।গুজরাতের সেই দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটেছিল গোধরায় অযোধ্যা করসেবকদের ট্রেনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে কেঃদ্র করে। সেই ঘটনায় ধৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১১জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে গোধরার নিম্ন আদালত। গুজরাত হাইকোর্টও সেই রায় বহাল রেখেছে। ফাঁসি এড়াতে আসামীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রয়ারি মাসে গুজরাত সরকার সপ্রিম পড়ছে সমালোচনার ঝড়। এ কোর্টে হলফনামা দিয়ে বলেছে

একাধিক

তদন্তের নির্দেশ ডিজিসিএ

ठनछ विभात्नत ककिंगात वास्नवीतक

ডেকে খোশগল্পে মত পাইলট

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ ককপিটেই বান্ধবীকে ডেকে নিলেন পাইলট। দিব্যি খোশগল্প করেই কাটিয়ে দিলেন গোটা যাত্রাপথ! এমনই ঘটনা ঘটেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে। গত ফেব্রম্মারি মাসে দুবাই থেকে দিল্লিগামী বিমানের এই ঘটনায় উঠেছে পাইলটের আচরণবিধি নিয়ে। ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে তদন্তের ডিজিসিএ।

তবে গোটা ঘটনায় মুখে কলপ এয়ার ইন্ডিয়ার। ঘটনাটি ঘটেছে ২৭ ফেব্রুয়ারি। দুবাই ইন্ডিয়ার বিমানটি। জানা গিয়েছে, যাত্রীদের পাইলট। বসেছিলেন ওই ঢুকে পানে তিনি। প্রায় তিন ককপিটে ছিলেন ওই মহিলা জানিয়েছেন ডিজিসিএর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। নাম বলেন, নিরাপতা সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন।

শুধু তাই নয়, এহেন আচরণের কারণে বিমান চালনার ক্ষেত্রে মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটতে পারত। বিমান ও যাত্রী– দুই ক্ষেত্রের সুরক্ষাই বিঘ্লিত করেছেন ওই পাইলট। ইতিমধ্যেই ওই পাইলটের বিরুদ্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে তদন্তের ডিজিসিএ।

জানা গিয়েছে, তদন্তের পরেই অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হবে ওই পাইলটকে। সাসপেন্ড করা হতে পারে তাঁকে। কেডে নেওয়া হতে পারে তাঁর লাইসেন্সও। যদিও এই ঘটনায় মুখ খুলতে চায়নি এয়ার

থেকে দিল্লিতে পাড়ি দেয় এয়ার বিমানটি আকাশে ওড়ার খানিক পরেই বান্ধবীকে ডেকে পাঠান মধ্যেই মহিলা। বিমানযাত্রার শুরুতেই ককপিটে ঘণ্টার যাত্রাপথের পুরোটাই বিমানের আচরণ বিধির সম্পূর্ণ বিরোধী এই কাজ, এমনটাই প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্তা অভিযুক্ত পাইলট

ইভিয়া।

উন্নাও–কাণ্ডে শাহকে



উন্নাও কাণ্ডের বিরোধিতায় বিক্ষোভ চলছে।

ফটো ঃ সংগৃহীত

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে সম্প্রতি ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে অস্বীকার করায় ধর্ষিতার ঘরে আগুন লাগানো, শিশুকন্যাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার যে অভিযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে অনুরোধ করা হয়েছে বলে

চন্ডিগড় ২১ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ

চার বছর পর পাঞ্জাব এবং

হরিয়ানা হাইকোর্টে হরিয়ানার

সরকার

স্কাইলাইট হসপিটালিটি থেকে

ইউনিভার্সাল লিমিটেড–এ জমি

হস্তান্তরের সময় কোনো নিয়ম

ভাঙা হয়নি। উল্লেখ্য গত চার

বছর আগে এই ঘটনায় বষীয়ান

কংগ্রেস নেতা ভূপিন্দর সিং

হুডাকে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত

করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন

কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া

গান্ধীর জামাই রবার্ট বঢরা

ডিরেক্টর। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস

জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা

অভিযোগ যে রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল তা প্রমাণ

হয়ে গেল। সাংবাদিকদের

মুখোমুখি হয়ে হুডা জানান, এই

অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। এই

প্রসঙ্গে বর্তমানে এছাড়া আমি

ববেস্থার ওপর আমার সম্পর্ণ

নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধির স্বামী রবার্ট

বঢরার সংস্থার সঙ্গে এই চুক্তির সময় হরিয়ানাতে ক্ষমতাসীন ছিল

কংগ্রেস সরকার এবং রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভূপিন্দর সিং

হুডা। পরবর্তী সময়ে এই জমি

ভূপিন্দর সিং হুডা, ওঙ্কারেশ্বর

স্কাইলাইট হসপিটালিটির বিরুদ্ধে

অপরাধমূলক ষ্ড্যন্ত্র

দুর্নীতির অভিযোগ

প্রতারণা.

লিমিটেড

এবং

এবং

এনে

জালিয়াতি,

নেতা ভূপিন্দর সিং

হসপিটালিটির

জানালো

ডিএলএফ

বিজেপি

চিঠি দিল নারী নিগ্রহ–বিরোধী নাগরিক কমিটি। উত্তরপ্রদেশ সরকার যাতে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে. তা দেখার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে

ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁদের আরও আর্জি. আক্রান্ত পরিবারের সুরক্ষার ব্যবস্থার বন্দোবস্ত ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক সরকারের তরফে।

জমি বিরুদ্ধে বিজেপি



বঢরার দুর্নীতির প্রমাণ নেই, কবুল হরিয়ানার। ফটো ঃ সংগৃহীত

গুরুগ্রামের খেকরি দৌলা পুলিস ৫,০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিরুদ্ধে ধারা ৪২০ (প্রতারণা এবং অসাধুভাবে সম্পত্তি করা), ধারা ৪৬৭ (মূল্যবান নিরাপত্তা জালিয়াতি), ধারা ৪৬৮ (প্রতারণার উদ্দেশ্যে ভোটে কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতায় জালিয়াতি), ধারা ৪৭১ (জাল নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ডকে পরে রবার্ট বঢরা এবং ভূপিন্দর আর কিছু বলতে চাই না। বিচার আসল হিসাবে ব্যবহার করা) সিং হুডার বিরুদ্ধে এফআইআর

ধারা (একজন সরকারি কর্মচারী তাদের পদের অপব্যবহার এবং সরকার।

করেছেন। ২০১৪–র অক্টোবরে হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে সনিয়া গান্ধির বিতরণে প্ররোচিত জামাইয়ের বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই বিধানসভা আসে বিজেপি। এর কয়েক বছর ১২০–বি–এর দায়ের করে তদন্তে নামে মনোহর আস্থা আছে।প্রসঙ্গত, কংগ্রেস (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) এবং লাল খট্টরের নেতৃত্বাধীন বিজেপি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ১৩ সরকারের পুলিশ।রবার্ট বঢরার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে দ্বারা অপরাধমূলক অসদাচরণ) কংগ্রেস জানিয়েছিল, যাবতীয় অনুসারে মামলা করা হয়। স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়েই ২০০৮ হরিয়ানার ন্যু জেলার রথিভাস সালে বাণিজ্যিক এলাকায় সাড়ে জেলার বাসিন্দা, জনৈক সুরিন্দর তিন একরের জমি কিনেছিল হস্তান্তর নিয়ে সরগরম হয়ে ওঠে শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে রবার্ট–এর সংস্থা। এরপর রাজনৈতিক মহল। ২০১৮ এফআইআর দায়ের করা হয়। এই লাইসেন্স পায় এবং ২০২০ সালে সালের ১ সেপ্টেম্বর রবার্ট বঢরা়ু সম্পর্কিত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের জমির কর মিটিয়ে ডিএলএফ এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে. সংস্থাকে বিক্রি করা হয়। এই শর্মা অভিযোগ করেছিলেন যে প্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম হয়নি। রবার্ট বঢরা প্রভাবশালী নির্মাতা, শুক্রবার তা কার্যত স্থীকার করে মন্ত্রী এবং শীর্ষ সরকারি নিল মনোহর লাল খট্টরের কর্মকর্তাদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র, নেতৃত্বাধীন হরিয়ানার বিজেপি

পেনশন, পর ব্যাংকে চঞ্ধর

ভূবনেশ্বর, ২১ এপ্রিল ঃ চাঁদিফাটা রোদ। তার মধ্যেই কোনওমতে একটি চেয়ারে ভর দিয়ে হাঁটছেন অশীতিপর বৃদ্ধা। কেন? কারণ বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ব্যাংকে পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে পেনশনের টাকা পেলে তবে তাঁর সংসারে হাঁড়ি চলবে। উড়িষ্যার এই ভিডিও ভাইরাল হতেই ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। প্রবল তাপপ্রবাহের মধ্যে কেন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ব্যাংকে যেতে হবে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর যেহেতু ঠিকমতো হাঁটতে পারেন বুদ্ধাকে? ৭০ বছর বয়সি ওই আঙুলের ছাপ মিলছে না। না, তাই ভাঙা চেয়ারের সাহায্যে বৃদ্ধার নাম সূর্য হরিজন। পেশায় আপাতত তাঁকে প্রাপ্য ৩ হাজার এগোনোর চেষ্টা করেন। ভাইরাল আঙুলের ছাপ না মেলার কারণে পশুপালক ছেলের পরিবারের টাকা দেওয়া যাবে না। সূর্য যেন হয়ে যায় রোদের মধ্যে বৃদ্ধার কেন এমন হেনস্তার শিকার হতে



মাইলের পর মাইল হেঁটে ব্যাংকে চক্কর রুগ্ণ বৃদ্ধার। ফটো ঃ সংগৃহীত

ব্যাংকে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে থাকেন তিনি। জানা কয়েকদিন পর আবার ব্যাংকে হাঁটার ভিডিও। আসলে ওই হল অশীতিপর বদ্ধাকে?

গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই স্টেট আসেন। সেই মতোই গত ১৭ এপ্রিল বেরিয়ে প।নে তিনি।

বৃদ্ধার আঙুল ভেঙে গিয়েছিল। নথিপত্রের সঙ্গে আঙুলের ছাপ মিলছে না। সেই জন্যই তাঁর হাতে পেনশনের টাকা তুলে দিতে হয়েছে।

যদিও স্টেট ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী মাস থেকে বাড়িতে বসেই পেনশন পাবেন ওই বৃদ্ধা। ইতিমধ্যেই তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যাংকের তরফ থেকে একটি হুইলচেয়ারও দেওয়া হবে বৃদ্ধার

যদিও প্রশ্ন উঠছে, শুধুমাত্র

আইনজীবী স্ত্রীকে আদালতে সেজে

বিবাদের জেরেই গুলি চালানোর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ আদালতে। আচমকাই শোনা যায় দিল্লির আদালত চত্বরে আচমকা গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট চলল গুলি। শুক্রবার সকালে চত্ত্বর ঘিরে ফেলে পুলিস। দেখা আচমকাই গুলি চলে দিল্লির যায়, গুলি লেগে আহত হয়েছেন সাকেত আদালতে। প্রাথমিকভাবে এক মহিলা। গুলি লাগে তাঁর জানা গিয়েছে, স্বামী-স্নীর মধ্যে পেটে। এজলাস থেকে বের করে চিকিৎসার তাঁকে ঘটনা ঘটেছে। বৈবাহিক সম্পর্ক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভাল ছিল না, তার জেরেই প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আদালতে এসে স্ত্রীকে খুন করার স্ত্রীকে খুন করতেই চার রাউন্ড পরিকল্পনা করেছিলেন স্বামী। পূর্ব গুলি চালান অভিযুক্ত ব্যক্তি। পরিকল্পিতভাবে আইনজীবীর আইনজীবী সেজে ভরা আদালতে পোশাক পরে আদালতে আসেন এসে পরপর চারবার গুলি ওই ব্যক্তি। শুক্রবার সকাল সাড়ে চালান। আহত হন এক মহিলা দশটা নাগাদ যথারীতি এজলাস আইনজীবী। তাঁর গলায় গুলি শুরু হয় দিল্লির সাকেত লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর



শুক্রবার সকালে আচমকাই গুলি চলে দিল্লির সাকেত আদালতে।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে আহত হন অভিযুক্তের স্ত্রীও। গুলি লাগে তাঁর পেটে। তবে এই প্রথম নয়। আগেও দিল্লির আদালতে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আইনজীবীর ছদ্মবেশে আদালতে ঢুকে গুলি চালায় দুই বন্দুকবাজ। তবে পুলিসের পালটা গুলিতে নিকেশ হয় দুই আততায়ী। গত বছরই দুই আইনজীবীর মধ্যে চলাকালীন আচমকাই গুলি চালান একজন। সেই ঘটনায় অবশ্য হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতন নিমুসীমা বাড়িয়ে पिल

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ স্বস্তি পাবেন দিল্লিবাসী। দিল্লি অসংগঠিত निभूजीभा वा। रिप्त मिल मिल्लि সরকার। এক ধাপে বেশ খানিকটা বাড়বে নানা ক্ষেত্রের বেতন। বৃহস্পতিবার নয়া বেতনের কথা ঘোষণা করেন দিল্লি শ্রমমন্ত্রী রাজ কুমার আনন্দ। মূল্যবৃদ্ধির

ক্ষেত্রে সরকারের তরফে বলা হয়েছে, কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার চলতি মাসের ১ তারিখ থেকেই কার্যকর হবে নয়া বেতন কাঠামো। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দক্ষ শ্রমিকদের প্রতি মাসে ২০ হাজার ৯০৩ টাকা বেতন দিতে হবে। তাঁদের বেতন বাড়িয়ে ১৮ হাজার কর্মীদের বেতন নিয়েও সচেতন একলাফে ৫৪৬টাকা বেড়েছে তাঁদের বেতন। মাঝারি মানের সমস্যার মধ্যে নতুন ঘোষণায় দক্ষতা রয়েছে যে সমস্ত স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করা বলেন, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যায়

শ্রমিকদের, তাঁদের বেতন ১৮ ৯৯৩টাকা। প্রায় ৫০০টাকা বেতন বে।ছেে শিক্ষিত কর্মীদের নূন্যতম ২২ তাঁদেরও। দিল্লি সরকারের তরফে হাজার ৭৪৪ টাকা দিতেই হবে আরও বলা হয়, যেসমস্ত শ্রমিকরা নিয়োগকারীদের। ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেননি, কর্মীদের পাশাপাশি বেসরকারি ৯৯৩ টাকা নির্ধারণ করা হল। দিল্লি অন্যদিকে, ম্যাট্রিক পাশ থেকে জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী। তিনি

বেতন পাবেন। তারও বেশি সরকারি সরকার, এমনটাই

শ্রমিকরা ২০ হাজার ৯০৩ টাকা জেরবার আমজনতাকে উপহার মুখ্যমন্ত্ৰী কেজরিওয়ালের সরকার। নূন্যতম বেতনবৃদ্ধির ফলে অনেকটা সুবিধা পাবেন সাধারণ মানুষ। যেহেতু অসংঠিত ক্ষেত্রে কর্মীরা নৃন্যতম বেতনটাই পান, তাই তাঁদের জন্য মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করল দিল্লি

২ ১ এপ্রিল বিজেপি-র হিমাচল প্রদেশের সভাপতি সুরেশ কাশ্যপ তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। সূত্র অনুসারে, তিনি তাঁর ইস্তফাপত্র দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যে পুরসভা নির্বাচনের মুখে তাঁর ইস্তফা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ২ মে সিমলা পুরসভার নির্বাচন। জানা গেছে, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুরেশ কাশ্যপ। জে পি নাড্ডাকে লেখা চিঠিতেও তিনি সেই কারণই দেখিয়েছেন। কাশ্যপের ইস্তফার পর হিমাচল প্রদেশের বিজেপিতে ব্যোস্যো পরিবর্তন করা হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে

নির্বাচনের



বিজেপি সাংসদ সরেশ কাশ্যপ। ফটো ঃ দ্য ট্রিবিউন–এর

সৌজন্যে বিজেপির পরাজয়ের পর নতুন করে লোকসভা নির্বাচনের আগে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না বিজেপি। আগামীবছরেই লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনের আগে হিমাচল প্রদেশের সংগঠন ঢেলে সাজাতে চাইছে

বিজেপি। সুরেশ কাশ্যপ হিমাচল প্রদেশের মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে বলেও বিবেচনায় আছে।

হিসেবে তাঁর মেয়াদে একেবারেই ব্যর্থ সুরেশ কাশ্যপ। ২০২০ সালের ২২ জুলাই তিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবার পরেই নভেম্বর ২০২১ সালে মান্ডি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হয়। পরাজিত হয় আরকি, ফতেপুর এবং জুববল– কোথাকি বিধানসভা কেঃদ্রের উপনির্বাচনেও। সুরেশ কাশ্যপের ইস্তফার পর রাজ্য সভাপতি হিসেবে যেসব নাম উঠে আসছে তার মধ্যে আছেন উনার বিধায়ক সতপাল সিং, প্রাক্তন স্পীকার এবং সুলার বিধায়ক বিপিন পারমার, নৈনাদেবী–র বিধায়ক রণধীর পদত্যাগী বিজেপি সভাপতি শর্মা, নাহানের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব বিন্দাল। এছাড়াও সিমলা কেন্দ্রের সাংসদ। আগামী রাজ্যসভা সাংসদ সিকান্দার কুমার ২০২৪ নির্বাচনে তাঁকে আবার এবং ইন্দু গোস্বামীর নামও

অনুমান। যদিও রাজ্য সভাপতি

জেলায় জেলায়

ভেঙে পড়েছে সরকারি হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থা

হাসপাতালে মায়ের সামনে থেকে সদ্যোজাতকে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সদ্যোজাত রঞ্জিতা সিংহ (২৪)। বেডে বসে সন্তানকে নিয়ে দপরের খাবার খেতে অসুবিধা হচ্ছিল। এক মহিলা এসে বলেন, 'দাও মা আমি ধরছি। তুমি খেয়ে নাও।' মহিলার দরদী মুখ দেখে সাতপাঁচ না ভেবে তাঁর হাতে সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে তুলে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির বাসিন্দা

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী

দর্শন

ইতিহাস

ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঃ সুশোভন সরকার

ঃ সুনীল মুন্সী

ঃ তপতী দাশগুপ্ত

ঃ দ. ন. ত্রিফোনভ

ভ. দ. ত্রিফোনভ

ঃ মঞ্জুকুমার মজুমদার,

ড. বি. কে. কঙ্গো

ঃ এ. বি. বর্ধন

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

ঃ ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন

ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)

সাহিত্য

রবীন্দ্র সাহিত্য

কাব্যগ্রন্থ

বিজ্ঞান

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকালাই ইভানভ

দার্শনিক লেনিন

ইতিহাসের ধারা

রামের অযোধ্যা

ঠিকানা : কলকাতা

রবীন্দ্র ভাবনা

নিৰ্বাচিত প্ৰবন্ধ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

রাসয়নিক মৌল কেমন করে

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল

ইতিহাস অনুসনন্ধান

CAA, NRC, NPR

(পরিবর্তিত সংস্করণ)

বিজেপির স্বরূপ

মানছি না

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

90.00

৯०.००

96.00

90.00

\$00.00

200,00

\$60.00

\$60.00

₹60.00

₹60.00

সবে দুপুরে খাবার খেতে শুরু করেছিলেন। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখেন মহিলা নেই। নেই তাঁর পুত্র সন্তানও। দিনে দুপুরে মেডিক্যাল অভিযোগকে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে খডিবাডির গ্রামীণ হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন রঞ্জিতা। তাঁর শারীরিক কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে বুধবার ভোরবেলা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল হয়। বৃস্পতিবার কিছু সুস্থ হয়ে দুপুরের খাবার খেতে বসলেই এই বিপত্তি। রঞ্জিতা কথায়, মহিলা নিজেকে রাজবংশী পরিচয় দেয়। আমি খাচ্ছিলাম যখন বাচ্চাটি কাঁদছিল। ওই মহিলা বলে আমি ধরব? আমি কিছু না ভেবে ওকে ধরতে দি। আমি খেতে বসার কিছু ক্ষণ পর ওই মহিলা ও আমার ছেলেকে আর দেখতে পাইনি।

হাসপাতালের সুপার চিকিৎসক ফাঁড়ির পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে নিয়ে। হাসপাতালের ভিজিটিং বাইরের মানুষরা হাসপাতালে এসেছিলেন, ফলে ওই মহিলা কে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে হাসপাতালে এতো বেরনোর গেট রয়েছে সেটাই ভিজিটিং আওয়ারে সমস্যার। একটি টিকিটে দুজন যান। এটা কমিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি আসেন না তা দেখতে হবে।

জীবনকৃষ্ণের চাকরি পাওয়া নিয়ে সন্দেহের জাল সিবিআই'র

সংবাদদাতা : জানলে মাথায় হাত জীবনকৃষ্ণের চাকরি নিয়ে যা জানল সিবিআই, জানলে মাথায় হাত পড়বে যে কারও।

এক পরিবারের তিন জনের কী ভাবে চাকরি? প্রশ্ন সিবিআইয়ের। নিয়ম মেনে নাকি পুরোটাই পার্থ–মানিক ঘনিষ্ঠতায় চাকরি? কোমর বেঁধে নেমেছে সিবিআই। বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্টিফিকেট ভাড়িয়ে স্কুলে চাকরি বিধায়কের? মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক ধৃত জীবন কৃষ্ণ সাহা ও আত্মীয়দের চাকরির উপর নজর সিবিআইয়ের। এর পার্থ–মানিকের মতো একাধিক প্রভাবশালীর সঙ্গে যোগেই কি বিধায়কের আত্মীয়দের চাকরি হয়েছিল স্কুলে? রহস্যভেদ করতে কোমর বেঁধে নেমেছে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, জীবনকৃষ্ণ সাহা বেলডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও সিবিআই সূত্রের খবর, তিনি নিজে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন। বিধায়ক হয়ে যাওয়ার পরে নিয়ম অনুসারে শিক্ষকতা ছেড়ে সেই পদে যোগ দেন। সিবিআইয়ের প্রশ্ন, একজন সুস্থ ব্যক্তি কী ভাবে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি পেয়ে গেলেন? সে কারণেই কীভাবে চাকরিতে নিয়োগ হয়েছিল জীবনকৃষ্ণের, তা জানার চেষ্টা করছে সিবিআই

গরমে কম্বল বিলির সাফাই করিমপুরের বিধায়কের

নিজম্ব সংবাদদাতা : প্রবল গরমের মাঝে কম্বল বিলি করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন করিমপুরের বিধায়ক। এবার তার ব্যাখ্যা বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায় জানালেন, কেন এই প্রবল গরমের মাঝেও কম্বল দান। ঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েক আগে। নিজের ফেসবুক পেজে রেকৃষ্ণপুর অঞ্চলের পীরতলায় একটি বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছিলেন করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায়। সেখানে শাড়ি, ধুতি, জামার পাশাপাশি কিছু কম্বলও বিতরণ করেন তিনি। এই প্রবল গরমে কেন কম্বল বিতরণ, তা নিয়ে তীব্র শোরগোল পড়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিধায়ককে কটাক্ষ করেন আমজনতা থেকে বিধায়ক সক**লেই। সোশ্যাল** মিডিয়ায় ট্রোলের শিকারও হতে হয় তাঁকে। এবার তার জবাব দিলেন বিধায়ক। জানালেন. গোটা বিষয়টা না জেনেই অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

বিধায়ক বলেন, প্রতিবারের মতোই এবারও ইদে আমি শাড়ি. জামাকাপড় দিয়েছি। এলাকার ১৪টি পরিবারের বাড়ি আগুন লেগে ছাই হয়ে দিয়েছে তারা যাতে অন্তত পেতে শুতে পারে, সেই জন্য কম্বল দেওয়া। বিমলেন্দু সিংহরায় জানান, যাঁরা কম্বল নিতে চেয়েছেন, শুধু দেওয়া বিধায়কের দাবি, বিরোধিরা

'সমকাল কথা' পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ



খড়দহের শ্রীপতি ভবনে 'সমকাল কথা' পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় অন্যান্যদের সঙ্গে।

সংবাদদাতা মিডিয়ার ব্যাপ্তি বাডলেও আঞ্চলিক পত্রিকাগুলি তার গুরুত্ব হারায়নি। বর্তমানে কোনো সংবাদ আর আঞ্চলিক নয়, প্রতিটি সংবাদই আজ আন্তর্জাতিক। আঞ্চলিক পত্রিকাগুলি স্বীয় অঞ্চলের মানুষের মনে উন্মাদনা সষ্টি

'সমকালকথা' খড়দহ থেকে প্রকাশিত একটি পাক্ষিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এ বছর এর প্রকাশ অনুষ্ঠানে ভাষা ও সাহিত্যে আঞ্চলিক পত্রিকা।' ১৯ এপ্রিল বুধবারের সন্ধ্যায় খড়দহ শ্রীপতি ভবনে বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত কথাগুলি বলেন।

তিনি আরও বলেন বাংলার সংস্কৃতি আজ আক্রান্ত, তা এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বাঙালি আঞ্চলিক পত্রিকাগুলি এই আইডেনটিটি রক্ষায় কাজ করে চলেছে এপার বাংলায় তার বিশেষ খামতি রয়েছে। একটি সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা যেন সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলছে। যারা গবেষণায় জানান।

আলোচনার বিষয় ছিল 'বাংলা লিপ্ত তাদের দায়িত্ব নিতে হবে এলাকার প্রবাদ প্রবচনগুলিকে তুলে ধরতে হবে এবং সংগ্রহ করতে হবে।

> গান, কবিতা পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। কবিতা পাঠ করেন নিখিলেশ্বর ভট্টাচার্য, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বানেশ্বর আচার্য, সমীর মণ্ডল, বুলবুল উদ্দিন আহমেদ, প্রদীপ সরকার প্রমুখ এবং সংগীতে ছিলেন চিন্ময় রায়, পুষ্পিতা গুহ, প্রবীর মুখার্জি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন শম্পা

পত্রিকা সম্পাদক সুবীর মুখোপাধ্যায় লেখক, বিজ্ঞাপন দাতাদের অভিনন্দন

উৎসব সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে

শাহকে ফোন, ঢোক গিললেন শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তৃণমূল জাতীয় দলের তকমা হারানোর পর অমিত শাহকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন বলে বিস্ফোরক দাবি তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার তিনি প্রমাণ-সহ তা পেশ করবেন বলে টুইটও করেছিলেন তিনি। তাঁর এসব হুঁশিয়ারি কাৰ্যত ফাঁকা আওয়াজ হিসেবেই প্রতিপন্ন হল। বহস্পতিবার বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক দিতে পারলেন না শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোনিক কথোপকথন প্রকাশ্যে আনা যায় না। একমাত্র বিচারব্যবস্থাই তা করতে পারে। তাই বলছি, উনি এ বিষয়ে

তখন আদালত এই ফোনের কল চাইলে প্রকাশের জন্য আবেদন জানাব। শুভেন্দু অধিকারী করেছিলেন, দল সর্বভারতীয় হারাতেই বন্দ্যোপাধ্যায় চারবার করেছিলেন অমিত শাহকে। জাতীয় তকমা ফিরিয়ে দেওয়ার আরজি জানিয়েছেন

কিন্তু অমিত শাহজি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তা সম্ভব নয়। নিয়ম মেনেই করেছে। মমতার দাবি, শুভেন্দুর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর কোনও ভিত্তি নেই। এমনকী, শুভেন্দ যদি অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেন তাহলে পদত্যাগ করার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পালটায় শুভেন্দু টুইট

জানিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবারই তিনি প্রমাণ পেশ

কিন্তু সময় এলে দেখা গেল, কোনও প্রমাণ দেখাতে পারলেন না বিরোধী দলনেতা। ল্যান্ডফোন ফোন করা হয়েছিল। যায় না, রয়েছে। বরং আদালতের প্রকাশের অনুমতি চাইবেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের চাপেই গিলেছেন শুভেন্দু। তাই এদিন প্রমাণের জটিলতার কথা বললেন।

শ্লীলতাহানি, সিজিও কমপ্লেক্স কর্মী গ্রেফতার

আমার বিরুদ্ধে মামলা করুন।

স্টাফ রিপোর্টার : শ্লীলতাহানির অভিযোগে সিজিও কমপ্লেক্স সিজিও গ্রেফতার কমপ্লেক্সের এক অস্থায়ী কর্মী। ওই কর্মীকে গ্রেফতার করে উত্তর বিধাননগর থানার কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের মূল দফতর হিসেবে পরিচিত এই সিজিও কমপ্লেক্স। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মধুসূদন মগুল। মগরাহাটের বাসিন্দা তিনি। বর্তমানে তিনি সিজিও কমপ্লেক্সের অস্থায়ী পদে ছিলেন। একটি জানিয়েছে, পুরনো শ্লীলতাহানির মামলায় পুলিস গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন সিজিও কমপ্লেক্সেরই একজন মহিলা কর্মী। ওই মহিলা কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে

তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।



মণি স্যানাল স্মতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গত ২৬ মার্চ, ২০২৩ চেতলায় শ্রদ্ধা আই কেয়ারের সহযোগিতায় চক্ষ্ণ পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শুক্রবার শ্রদ্ধা আই কেয়ার – এ তিনজন মহিলার ছানি অপারেশন হয়েছে। এছাড়াও একজনের লেজার ও একজনের রেটিনা পরীক্ষা হয়েছে। এই সময়ে ডাক্তার ওয়াসিম বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। প্রসঙ্গত ডঃ ওয়াসিম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, চেতলা শাখার নতুন সদস্য।

অকারণে অপপ্রচার করছে। তীব্র দাবদাহ বাধ্য হয়েই রাতে চাষ করছেন কৃষকরা



কৃষকেরা তীব্র দাবদাহে রাতের অন্ধকারে এইভাবেই টর্চ জ্বেলে চাষের ব্যবস্থা।

নিছম্ব সংবাদদাতা : তীব্র দাবদাহে কৃষকদের দিনের বেলায় মাঠে গিয়ে চাষ করা দায় হয়ে পডেছে। তাই বাধ্য হয়ে কষকরা রাতেই চাষ

তীব্র দাবদাদহে পুড়ছে গোটা বাংলা। চাঁদিফাটা রোদ্দুর। ৪০ ডিগ্রির উপর তাপমাত্রা। প্রখর গরমে দিনের বেলা মাঠে যাওয়া দায়, বাধ্য হয়ে রাতেই চাষ করছেন চাষিরা।

একদিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ, অন্যদিকে বৃষ্টির অভাবে খাঁখাঁ করছে চাষের ক্ষেত। ক্ষতি হচ্ছে ফসলের। প্রখর রৌদ্রতাপে বিপর্যস্ত জনজীবন। একফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই। দিন যত যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ততই বেড়ে ডিগ্রি এমনকি ৪৪ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাচ্ছে। ওএনজিসি'র কাজের জন্য প্রকল্প এলাকায় বসত

চলেছে। দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায়ই ৪০-৪১

বাডিতে ফাটলের অভিয

দিনের বেলা কড়া রোদে চাষের জমিতে কাজ করতে পারছেন না চাষিরা। সে'জন্য দিনের আলো পেরিয়ে রাতের বেলা চামের জমিতে দেখা মিলছে তাঁদের। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়ার চাঁদপুরের চাষিরা গ্রীষ্মের প্রখর রোদে কাজ করতে না পারায় রাতে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে চাষের কাজ করছেন। স্থানীয় চাষিরা জানান, এমনিতেই বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় চামের জমি শুকিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দিনের বেলা প্রখর রৌদ্রে মাঠে টেকা দায়। সে'জন্যই রাতের বেলা চামের কাজ করা হচ্ছে।

স্টাফ রিপোর্টার : ইডির তলবে সাড়া। নির্ধারিত সময়মতো বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছলেন শ্বেতা চক্রবর্তী। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত অয়ন শীলের ঘনিষ্ঠ হিসাবেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির স্ক্যানারে কামারহাটির পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্বেতা। সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার সময় কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি তিনি। শ্বেতা কামারহাটির পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পাশাপাশি মডেলিংও করতেন।

অয়নের প্রোডাকশন হাউসে কাজ করতেন শ্বেতা। তদন্তে নেমে ইডি জানতে পারে, অয়ন শীল তাঁর ঘনিষ্ঠ শ্বেতাকে গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। শ্বেতার দাবি, তিনি পারিশ্রমিক হিসাবে পেয়েছিলেন। এছাড়া শ্বেতার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রচুর টাকার লেনদেন হয়েছে। তাঁর নামে জমিও কিনেছিলেন অয়ন শীল। সেই সংক্রান্ত খোঁজখবর নিতেই অয়ন ঘনিষ্ঠ শ্বেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির। শ্বেতার দাবি, গত ২০১৭ সালে অয়নের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সেই সময় অয়নের প্রোডাকশন হাউসের হয়ে বেশ কয়েকটি কাজ করেছিলেন।

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered: Editor: Philip S. Foner Rs. 55.00 Somenath Lahiri Collected Writings: Rs.15.00

Rise of Radicalsm in Bengal Rs. 190.00 in the 19th Century: Satyendranath Pal Peasant Movement in India

Rs. 90.00 19th-20th Centuries: Sunil Sen Political Movement in Murshidabad 1920-1947: Bishan Kr. Gupta Rs. 85.00 Forests and Tribals: N. G. Basu Rs. 70.00

Essays on Indology Birth Centenary tribute to Mahapandita

Rahula Sankrityayana: Editor. Alaka Chattopadhyaya Rs. 100.00

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩ ২২ এপ্রিল, ২০২৩ / কলকাতা COMMO

মস্কো,

২১ এপ্রিল

রাশিয়ার

(সার্জন)

নামের

পরিচালক

চ্যালেঞ্জ

প্রথমবারের মতো মহাকাশে ধারণ

প্রেক্ষাগৃহগুলোয় প্রদর্শিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার চলচ্চিত্রটি দেখানো

হয়। একে প্রতিদ্বন্দ্বী হলিউড

প্রকল্পকে টেক্কা দেওয়ার আনন্দ

হিসেবে দেখছে মস্কো। আহত এক

মহাকাশচারীকে বাঁচানোর জন্য

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে

(আইএসএস) পাঠানোর গল্প

দ্য চ্যালেঞ্জ

চলচ্চিত্রটি তৈরি হয়েছে। এটির

শুটিংয়ের জন্য ২০২১ সালের

অক্টোবরে ১২ দিনের জন্য

রাশিয়ার একজন অভিনেত্রী ও

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে

চলচ্চিত্রটিতে সার্জনের চরিত্রে

৩৮ বছর বয়সী রুশ অভিনেত্রী

ইউলিয়া পেরেসিল্ড অভিনয়

মহাকাশে একজন মহাকাশচারী

অসম্ভ হয়ে প।নে। তাঁকে বাঁচাতে

ইউলিয়াকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ

কেন্দ্রে পাঠানো হয়।৩৯ বছর

বয়সী পরিচালক ক্লিম শিপেক্ষো

আলোকসজ্জাজনিত ব্যবস্থাপনার

মহাকাশে ৩০ ঘণ্টার ফুটেজ

ধারণ করা হয়েছিল। তবে শেষ

সামলেছেন।

পর্যন্ত চলচ্চিত্রটি তৈরিতে ৫০ সময়ই এগিয়ে। ২০২০ সালে

এতে দেখা যায়,

চলচ্চিত্ৰ

একজন

গিয়েছিলেন।দ্য

করেছেন।

ক্যামেরা,

কাজগুলোও

চিকিৎসককে

চলচ্চিত্ৰ

উপপ্রধানমন্ত্রীর

এপ্রিল লন্ডন, ২ ১ ব্রিটেনের উপপ্রধানমন্ত্রী ডমিনিক রাব পদত্যাগ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ শুক্রবার তিনি উঠেছিল। পদত্যাগপত্রে সই করে বলেন তিনি মনে করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে. তার ফলাফল মেনে নেওয়া কর্তব্য। রাবের আচরণ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগের পর এ নিয়ে স্বতন্ত্র তদন্ত শুরু হয়। ডমিনিক রাবের বিরুদ্ধে নিপীডনের অভিযোগ তুলে একটি প্রতিবেদন জমা হওয়ার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই তিনি দুটি বিষয়ে অভিযোগ



ডমিনিক রাব। ফটো ঃ রয়টার্স

পদত্যাগের বিষয়টি সামনে এল। তিনি বিচারসচিবের পদ থেকেও সরে দাঁড়াচ্ছেন।

ডমিনিক রাব তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে উঠে আসা অধিকাংশ বিষয় প্রত্যাখ্যান করেন। তবে

স্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সনাকের কাছে পাঠানো চিঠি টুইটারে পদত্যাগের প্রকাশিত হয়েছে। তাতে রাব বলেছেন, স্বতন্ত্র তদন্ত বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে। তবে তিনি সরকারকে সমর্থন করে যাবেন। তবে রাব অভিযোগ করেন. সহকর্মীরা তাঁর আচরণের বিবরণ গণমাধ্যমে ফাঁস করেছেন।রাবের পদত্যাগের অর্থ হলো, ঋষি সুনাকের মন্ত্রিসভা থেকে তৃতীয় কোনো জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীকে তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণের জন্য সরে যেতে হলো।

উত্তেজনা কমাতে বাইডেন-মাাঁক্রো ফোনালাপ

প্যারিস, ২১ এপ্রিল ঃ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁকো সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে তাইওয়ান নিয়ে মন্তব্য করেন। এ ছাড়া ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইউরোপিয়ান নিরাপত্তা সম্পর্ক নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রান্সের উত্তেজনা বে।ছেে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুযেল ম্যাঁকো বহস্পতিবার এ উত্তেজনা ইঙ্গিত কমানোর প্রচেষ্টার দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউস ও এলিসি প্রাসাদের পক্ষ থেকে দেওয়া পৃথক বিবৃতিতে বলা হয়, জো বাইডেন ও এমানয়েল ম্যাঁকো ফোনালাপ করেছেন। এপ্রিলের ম্যাঁক্রোর প্রথম সপ্তাহে বেইজিং সফর নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। ওই সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করেন ম্যাঁকো।

বেইজিং সফরের শেষে পশ্চিমি ম্যাক্রো বলেন, সমর্থনপুষ্ট তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ল।াইয়ে ইউরোপের দেশগুলোকে টেনে আনা ঠিক হবে না। তিনি আরও বলেন, যে সংকট আমাদের নয়, সেগুলোকে ইউরোপের পক্ষ থেকে অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে তাঁর আগের করা মন্তব্যও পুনরাবৃত্তি করেন ম্যাঁকো। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ

থেকে অবশ্যই ইউরোপিয়ান

স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে

কৌশলগত

ইউনিয়নকে

হবে। ব হস্প তি বারের আলোচনায় বেইজিং সফর ছাড়াও বাইডেন ও ম্যাঁক্রো ইউক্রেনে রুশ হামলা ইউক্রনেকে দ্রুত সমর্থন দেওয়ার বিষয়েও কথা বলেন। প্যারিসে ম্যাঁক্রোর কার্যালয় বাইডনকে চিন জানায়, সফরের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বৃহস্পতিবার বাইডেনের পক্ষ থেবে ম্যাঁক্রোর সঙ্গে চীন সফরে যাওয়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কমিশনার উরসুলা ভন ডার লিয়েনের সঙ্গেও পৃথক আলোচনা করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আলোচনায় বাইডেন ও উরসুলা তাইওয়ান প্রণালিজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায রাখার গুরুত্ব করেছেন।



পেল রাশিয়ায়

যে মহাকাশযানে চড়ে ওই চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, সেটি মস্কোতে

প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। মিনিটের ফুটেজ ব্যবহার করা হয়েছে। এক মহাকাশচারীর সহযোগিতায় পেরেসিল্ড শিপেক্ষো সয়ুজ মহাকাশ্যানে চড়ে মহাকাশে গিয়েছিলেন। এর আগে চার মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে রাশিয়ার অংশে চলচ্চিত্রটির শুটিং হয়েছে। ওই সময়ে সেখানে অবস্থানরত তিন রুশ মহাকাশচারী অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছেন।উফা শহরের একটি কারখানায় কাজ করেন তাতইয়ানা কুলিকোভা (৪৫)। চলচ্চিত্ৰটি দেখার অপেক্ষায় আছেন তিনি। কুলিকোভা বলেন, আমরা রাশিয়া। আর রাশিয়া সব

প্রথমবারের মতো মহাকাশে শুটিং

ইলন মাস্কের স্পেসেক্সের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মিশন ইম্পসিবল তারকা টম ক্রুজ ঘোষিত হলিউড প্রকল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্য চ্যালেঞ্জ চলচ্চিত্রটি তৈরি করা

ক্রেমলিনে চলতি মাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চলচ্চিত্রটির প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, আমরাই প্রথম কক্ষপথে ফিচার ফিল্ম তৈরি করেছি। মহাকাশযানে চড়েই তা করেছি। এটাও প্রথম। চলচ্চিত্রটি মহাকাশ সংস্থা রসকসমস এবং রাশিয়ার শীর্ষ টিভি নেটওয়ার্ক

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা ও চ্যানেল ওয়ানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কনস্টানটিন আর্নেস্ট হলিউডকে টেক্কা দেওয়ার এ আনন্দ গোপন করেননি। আর্নেস্ট বলেন, আমরা সবাই গ্র্যাভিটির ভক্ত।তবে সত্যিকারের ভারহীন অবস্থার মধ্যে ধারণ করা দ্য চলচ্চিত্রটি দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ হলিউডের দিয়েছে, চলচ্চিত্ৰগুলো শুধুই সিজিআই (কম্পিউটার প্রযুক্তিতে তৈরি

আর্নেস্টের তথ্য অনুযায়ী দ্য চ্যালেঞ্জ চলচ্চিত্রটি তৈরি করতে ১ কোটি ২০ লাখ ডলারের কম প্রকল্পটিতে ঠিক চ্যানেল ওয়ানের যৌথ প্রকল্প। হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি।

চিত্ৰ)।

জয়ী দিয়াজ–ক্যানেল কিডবাই দিতাই মেয়াদে

হাভানা, ২১ এপ্রিল ঃ কিউবার প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন মিগুয়েল দিয়াজ–ক্যানেল। এর পরপরই তিনি সরকারের অদক্ষতার বিষয়গুলো খুঁজে বের করে প্রতিশ্রুতি সমাধানের দিয়েছেন। গত বুধবার নিৰ্বাচনে পাঁচ পার্লামেন্ট বছরের জন্য আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি। অবশ্য তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিউবার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির আইনপ্রণেতার মধ্যে ৪৫৯ জন তাঁর পক্ষে ভোট দেন। নির্বাচিত হওয়ার প্রেসিডেন্ট দেশের পণ্য ও সেবা সরবরাহ বাডাতে ও মুদ্রাস্ফীতি নিযন্ত্রণ করতে

অদক্ষতা সমস্যার সমাধান



দিয়াজ–ক্যানেল

করতে আহ্বান জানান। তিনি আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতির সমালোচনা করে বলেন, কঠিন সময়ে দেশের হাল ধরেছেন তিনি। কিউবায় ছয় দশক ধরে চলা কাস্ত্রো যুগের অবসানের পর প্রথম বেসামরিক নেতা হিসেবে ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসেন তিনি।

বিশাল রকেটে বিস্ফোরণ মাস্কের

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল ঃ ইলন মাস্কের মহাকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের তৈরি স্টারশিপ নামের বিশাল একটি রকেট প্রথমবারের যাত্রায় বিস্ফোরিত হয়েছে। তবে এতে কোনো নভোচারী বা বৈমানিক ছিলেন না বলে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের পূর্ব উপকলের একটি কেন্দ্র থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ পরীক্ষামূলকভাবে রকেটটি উক্ষেপণ করা হয়। এটি সফলভাবে উৎক্ষেপণের তিন মিনিটের মাথায় ধ্বংস হয়ে যায়। এযাব যত রকেট তৈরি হয়েছে, স্টারশিপ নামের রকেটটি তার মধ্যে সবচেয়ে বড।

অনুযায়ী, এটি ১২০ মিটারের উক্ষেপণ করতে পারলেই বা বেশি উঁচ। ইলন মাস্ক বলেছেন, উৎক্ষেপণস্থলে বিস্ফোরণ না তাঁর প্রতিষ্ঠান আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও একটি রকেট উৎক্ষেপণের পরীক্ষা চালাবে। এক টুইট করে তিনি স্পেসএক্সের টিমকে রোমাঞ্চকর স্টারশিপ উক্ষেপণের শুভকামনা জানান। তিনি বলেন,



আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছে স্টারশিপ।

নতুন পরীক্ষামূলক রকেট উক্ষেপণের ক্ষেত্রে অনেক কিছু শিখলাম। প্রযুক্তি উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত ইলন মাস্ক উক্ষেপণের আগেই বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য বলেছিলেন, এটি ভূমি থেকে হলেই একে সাফল্য হিসেবে গণ্য করে। করবেন তিনি।

এটি সফলভাবে উৎক্ষেপণের পর দ্রুতগতিতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যায় সবকিছু জানান।

পরিকল্পনামতো হয়নি। রকেটটির দুটি অংশ ছিল। এ দুটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এটি উঁচুতে উঠতে থাকলে এর ৩৩টি ইঞ্জিনের মধ্যে ছয়টি বন্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠতে শুরু করে। তিন মিনিট ওডার পর রকেটটি কাঁপতে শুরু

ফটো ঃ রয়টার্স

পরে আকাশে বড় বিস্ফোরণ ইলন মাস্কের ইচ্ছাপরণ ঘটতে দেখা যায়। তবে যক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার প্রধান বিল নেলসন টুইট করে মেক্সিকো উপকূলের দিকে যেতে স্টারশিপের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের থাকে। কিন্তু কয়েক মিনিটের সফল পরীক্ষার জন্য অভিনন্দন

নিউজ বন্ধ श्र

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল ঃ খরচ সাশ্রয়ের অংশ হিসেবে সংবাদ বিভাগ বন্ধ করে দিচ্ছে মার্কিন ইন্টারনেট মিডিযা, সংবাদ ও বিনোদন কোম্পানি হিসেবে পরিচিত বাজফিড। এর মধ্য দিয়েই ইন্টারনেট উল্লেখযোগ্য নিউজ যুগের ওযেবৃসাইটগুলোর যুগাবসান হওযার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বাজফিডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রযুক্তি খাতে মন্দা ও শেয়ার বাজারে ধুঁকতে থাকার মতো নানা চ্যালেঞ্জে পড়তে হয়েছে তাদের। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নিৰ্বাহী কৰ্মকৰ্তা জোনাহ পেরেট্রি বাজফিড নিউজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিজের আংশিক দায় স্বীকার করেছেন। কর্মীদের কাছে লেখা এক চিঠিতে পেরেট্রি বলেছেন, আমরা প্রায় ১৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করছি। এ ছাড়া বাজফিড নিউজ বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। বাজফিড নিউজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মহামারি, মূলধনের অভাব,



বাজফিড নিউজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে শেয়ারের দাম কমে গেছে।

ফটো ঃ রয়টার্স

শেয়ারের দাম ২০ শতাংশ গেছে। পেরেট্রি একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাজফিড নিউজকে আর না চালানোর সিদ্ধান্তে এসেছেন তাঁরা। তাঁরা এখন তাঁদের হাফপোস্ট ওয়েবসাইটে মনোযোগ দেবেন। পেরেট্রি আরও বলেন, বাজফিড বন্ধ করার পেছনে করোনা খবরে ওয়াল স্ট্রিটে এর ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের বাজার

পাঠক পরিবর্তনের কারণগুলোও রয়েছে। বাজফিড মার্কিন কোম্পানিগুলোর মধ্যে নতুন হাফপোস্ট।

সংকৃচিত হওয়ার পাশাপাশি

2025 জিনজিয়াং নিয়ে প্রতিবেদনের পুলিজার পুরস্কারও জন্য ডিজিটাল কোম্পানি হিসেবে জেতে এ প্ল্যাটফর্ম। ২০২০ ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করে। সালের নভেম্বরে ভেরিজনের শুরুতে এটি বিভিন্ন তালিকা কাছ থেকে হাফিংটন পোস্ট ও স্থানীয় কুইজের জন্য কিনে নেয় বাজফিড। পেরেট্টি পরিচিত ছিল। কিন্তু ২০১১ বলেন, এখন থেকে আমাদের সালে বাজফিড নিউজের যাত্রা খবরের মাধ্যম হিসেবে একটি শুরু হলে ইন্টারনেট মিডিয়া ব্র্যান্ড পরিচিত হবে। সেটি

চলচ্চিত্ৰে দেখানো সেই বিখ্যাত বাড়ি বন্ড

'গোল্ডেন গান' মুভি দুটিতে রাজকীয় একটি প্রাসাদসম বাডি খেয়াল করেছেন। লন্ডনের পশ্চিমাঞ্চলের বাকিংহ্যামশায়ার পার্কল্যান্ডের এ প্রাসাদটি ডেনহ্যাম প্যালেস নামে মালিক কসমেটিকস জগতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মাইক জাটানিয়া। এ ব্রাউন। তিনি ক্যাপাবিলিটি ব্রাউন

লন্ডন, ২১ এপ্রিল ঃ জেমস প্রাসাদই এখন বিক্রি করে দিতে বন্ড ছবি দেখতে ভালোবাসেন? চাইছেন জাটানিয়া। এর দাম ধরা তবে নিশ্চয়ই লাইভ অ্যান্ড লেট হয়েছে ৯৯২ কোটি ৭০ লাখ ডাই ও দ্য ম্যান উইথ দ্য টাকা প্রায় (৯ কোটি ৩৫ লাখ

যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের তথ্য অনুযায়ী, প্যালেস হেক্টর (৪৩ একর) জমির ওপর শতকে তৈরি হওয়া

এর স্থপতি ছিলেন ল্যান্সলট



ডেনহ্যাম প্যালেস।

এ প্রাসাদে ১৩টি শোবার ঘর আগামী সপ্তাহে এস্টেটস নামের সম্পত্তি কেনাবেচার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডেনহ্যাম বিক্রির পরিকল্পনা হয়েছে।

আবাসন খাতের প্রতিষ্ঠান রাইটমুভ তাদের ওয়েবসাইটে ডেনহ্যাম প্যালেসের বর্ণনা তুলে ধরেছে। তাতে লেখা রয়েছে. এই জায়গার পাশাপাশি বিনোদনের সল্টজম্যান।

ব্যতিক্রমী বাসস্থান পুরোপুরি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। এর সংরক্ষণ কাজের নেতৃত্ব দেন পুরস্কারজয়ী

প্রাসাদে রয়েছে ২৮ হাজার ৫২৫ বর্গফুটের জমিদার বাড়ি যা ধ্রুপদি নকশায় তৈরি।

প্রাসাদ ১৬৮৮ থেকে ১৭০১ বিশেষ জায়গা রয়েছে। এ ছাড়া সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়। এই গ্রেড–২ তালিকাভুক্ত কোচ রাজকীয় কটেজ, হাউস, আনুষঙ্গিক ভবন ও গাড়ি রাখার

এর আগে এ বাড়িতে আলেকজান্ডার ক্রাভেজ। এ থেকেছেন বোনাপার্ট ইন্স্পেরিয়াল ফ্যামিলি, মার্কিন ব্যাংকার জেপি মরগ্যান, উইলিয়াম ও ম্যারি স্থাপত্য চলচ্চিত্র প্রযোজক লর্ড রবার্ট ভ্যানসিটার্ট ও এতে ব্যক্তিগত থাকার ফিল্মের সহপ্রযোজক হ্যারি

কেকেআর-সিএসকে

ম্যাচের টিকিট নিয়ে বিবাদ সিএবিতে

কিনে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কারও হাতে নন্দনকাননে খেলতে নামবেন সত্তর–আশিটা করে টিকিট। কেউ আবার সকাল থেকে হন্যে হয়ে বেডাচ্ছেন টিকিটের জন্যর। দপর গড়িয়ে বিকেলের পরও টিকিটের যোগাড় হচ্ছে না। এ ছবিটা বাইরে নয়। খোদ সিএবির অন্দর্মহলের। এহেন পরিস্থিতির সামনে পড়তে কমিটি সিএবির সদস্যদেরই! অভিযোগ, যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাসের মতো কোনও কোনও সিএবি কর্তা বিশেষ-বিশেষ লোককে সুবিধে পাইয়ে দিতে গিয়ে বিপত্তি বাঁধিয়েছেন। যার ফলে চূড়ান্ত হেনস্তার শিকার হতে হল সিএবি বেশিরভাগ কমিটি সদস্যওদের। দু'দিন পরই ইডেনে মহেন্দ্র সিং ধোনি। ধরেই নিয়েছে, শেষবারের মতো হয়তো ক্রিকেটের

ধোনি। পরের আইপিএলে ধোনিকে আদৌ চেন্নাই সপার কিংস জার্সিতে দেখা যাবে কি না, তা

নিয়ে ভালরকম সংশয় রয়েছে। রবিবারের কেকেআর–সিএসকে যদ্ধ নিয়ে শহরের উত্তাপটা বাড়ছে ঠিক এখানকার আবহাওয়ার মতোই। সিএবির অন্দরের পরিস্থিতিটা আরও উত্তপ্ত। টিকিট নিয়ে সর্বত্র ক্ষোভ। কমিটি মেম্বারদের মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছে। অভিযোগ উঠেছে, টিকিট কিনতে চেয়েও কমিটি সদস্যটরা তা পাচ্ছেন না। বরং কাউকে কাউকে পাইয়ে দেওয়া–র খেলা চলছে। শোনা গেল, সিএবির তরফ থেকে কেকেআরকে অনুরোধ করা সিএবির কমিটি সদস্যযদের জন্যি অতিরিক্ত কিছ হয়, প্রত্যেক কমিটি সদস্যয় আর অনুমোদিত সংস্থা দশটি করে টিকিট কিনতে পারবেন।

> পাননি। বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের টিকিট বন্টনের কাজ শুরু হয়। বানক্তিগত কাজের জন্যি সিএবি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যারয় আর সচিব নরেশ ওঝা এদিন ছিলেন না। পুরো দায়িত্বটা ছিল যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাসের উপর। যা সামলাতে তিনি পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ. বিশেষ কাউকে কাউকে অতিরিক্ত টিকিটের সবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। বলা হচ্ছে, টিকিট নিয়ে কেন এরকম অস্বচ্ছতা থাকবে? সব মিলিয়ে, ধোনি শহরে আসার আগেই ধোনি ম্যাচের টিকিট নিয়ে উত্তপ্ত সিএবি।

আইপিএলে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে খেলতে নেমেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু ওই ম্যাচের পরও দেখা গেল এখনও ওপেনিং জুটি খুঁজে পেল না কেকেআর। ছ'টি ম্যাচেই ব্যর্থ কলকাতার ওপেনিং জটি। যাঁরাই খেলতে নামন না কেন রান পাননি। আর ওপেনিংয়ের এই সমস্যা ডোবাচ্ছে নাইটদের। প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে কেকেআরের হয়ে ওপেন করতে নেমেছিলেন রহমানুল্লা গুরবাজ ও মনদীপ সিংহ। প্রথম উইকেটে তাঁরা করেছিলেন মাত্র

ওপেনিং জুটি

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ দিল্লি

ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে এ বারের

নিয়ে চিন্তায়

করতে নামেন বেঙ্কটেশ আয়ার। তাঁরা প্রথম উইকেটে করেন ২৬ গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে আবার বদলে যায় কেকেআরের ওপেনিং জুটি। এ বার গুরবাজের সঙ্গী হন নারায়ণ জগদীশন। তাঁরা প্রথম উইকেটে করেন ১১ রান। পরের দু'ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে গুরবাজ-

জুটিকে

কেকেআর। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে

শূন্য ও মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ২০ রান

১৩ রান। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স

ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে বদলে যায়

জটি। গুরবাজের সঙ্গে ওপেন

ওঠে প্রথম উইকেটে। লাগাতার ওপেনিং জুটি ব্যর্থ হওয়ায় দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে পুরো ওপেনিং জুটি বদলে দেয় কলকাতা। এ বার ওপেন করতে নামেন জেসন রয় ও লিটন দাস জুটি বদলে গেলেও ছবিটা বদলায়নি। দিল্লির বিরুদ্ধেও ওপেনিং জুটিতে মাত্র ১৫ রান

ওপেনিং জুটি ব্যর্থ হওয়ায় শুরুতেই চাপে পড়ে যাচ্ছে কলকাতা। পাওয়ার প্লে–র মধ্যে উইকেট হারিয়ে রানের গতি কমে যাচ্ছে। তার ফলে পরের দিকে বেশি রান করতে পারছে না তারা। তার খেসারত দিতে হচ্ছে। ৫ ম্যাচে মাত্র ২টিতে জিতে পয়েন্ট তালিকায় আট নম্বরে কেকেআর। এখন দেখার সাত নম্বর ম্যাচেও ছবিটা একই রকম থাকে কি না।

কেকেআরের হারের সব দায় নিয়ে বোলারদের পিঠ চাপড়ালেন নীতীশ



নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ কলকাতা নাইট রাইডার্স একেবারেই ভালো ছন্দে নেই। বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল তারা। মূলত ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্যই হারতে হচ্ছে কেকেআর–কে। দিল্লির কাছে হারের পর নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানা পুরো দায় নিজের ঘাড়েই তুলে নিলেন।

ম্যাচের পর নীতিশ বলেন, আমার মনে হয়, কঠিন পিচ হলেও, আমরা ১৫-২০ রান কম করেছি। এই হারের দায় আমি নিচ্ছি। আমার উইকেট ছুঁড়ে না দিয়ে টিকে থাকা উচিত ছিল। শুধু নীতিশ নয়, কেকেআর–এর পুরো ব্যাটিং অর্ডারই ব্যর্থ হয়েছে। জেসন রয় এবং আন্দ্রে রাসেল কিছুটা রান করায় নাইটরা তাও ১০০ রানের গণ্ডি টপকেছিলষ না হলে হাল আরও খারাপ হত।

ব্যাটাররা খারাপ খেললেও, বোলাররা কিন্তু লড়াই করেছে। ১২৮ রানের লক্ষ্য তাডা করতে নেমে দিল্লি মাত্র ৪ বল বাকি থাকতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছয়। তাও ৬ বলছিলেন, বোলারদের কৃতিত্ব দিতে হবে। আমি মনে করি, আগামী ম্যাচগুলো আমাদের জন্য

যদি আমরা এ ভাবে বোলিং এবং লডাই চালিয়ে যেতে পারি। ওরা (ডিসি) পাওয়ারপ্লেতে সত্যিই ভালো খেলেছে। সেখানেই ওরা ম্যাচটি জিতে গিয়েছিল। দল হিসেবে আমাদের ভালো খেলতে হবে। আমাদের আজকের মতো বোলিং করতে হবে, আমরা যদি ঠিকঠাক পরিকল্পনা করতে পারি, আমার ধারণা আমরা আরও ভালো লড়াই করতে পারব।

বৃহস্পতিবার দলে একাধিক পরিবর্তন করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু ভাগ্য বদলাতে পারেনি। দিনের পর দিন ব্যর্থ হওয়া রহমানুল্লাহ গুরবাজকে বসিয়ে খেলানো হয়েছিল লিটন দাসকে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। এ দিন খেলানো হয়েছিল জেসন রয়কেও। যিনি ৪৩ রান করলেও নেন ৩৯ বল। উল্টো দিক থেকে একের পর এক ব্যাটার আউট হওয়ায় হাত খুলতেই পারছিলেন না জেসন রয়।

তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে বেঙ্কটেশ আইয়ার রানের খাতা খুলতে পারেননি। অধিনায়ক নীতীশ রানা নিজের ঘরের মাঠে করেন মাত্র ৪ রান। মনদীপ সিংহ (১২), রিক্ষু সিংহ (৬), সুনীল নারিনরা (৪) চড়ান্ত ব্যর্থ। জেসন একা চেষ্টা করে গেলেন রান করার, কিন্তু কোনও ব্যাটারই সাহায্য করতে পারলেন না তাঁকে। আন্দ্রে রাসেলের অপরাজিত ৩৮ (৩১ বলে) কিছুটা অক্সিজেন। বাকিরা তথৈবচ। ২০ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করে কেকেআর। দিল্লির ইশান্ত শর্মা, কলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, এনরিখ নরকিয়া ২টি করে উইকেট নিয়েছেন। মকেশ কমার ১টি উইকেট নিয়েছেন।

রান তাড়া করতে নেমে দিল্লিও যে আহামরি ব্যাটিং করেছেন, সেটা একেবারেই নয়। তবে ডেভিড ওযার্নারের ৫৭ (৪১ বলে), মণিশ পাণ্ডের ২১ (২৩ বলে) এবং অক্ষর প্যাটেলের অপরাজিত ১৯ (২২ বলে) দিল্লিকে জয় এনে দিতে সাহায্য করে। ৪ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে জয় পায় দিল্লি। কলকাতার বরুণ চক্রবর্তী, নীতিশ রানা, অনুকূল রায় ২টি করে

কঠোর পরিশ্রমের ফল পেলাম ঃ সিরাজ

বেঙ্গালুরু, ২১ এপ্রিল ঃ এই মুহুর্তে ভারতীয় সিনিয়র ক্রিকেট দলের অন্যতম ভরসা পেসার মহম্মদ সিরাজ। লাল বলের ক্রিকেট হোক কিংবা সাদা বলের ক্রিকেট দুই ফর্ম্যাটেই চুটিয়ে খেলছেন তিনি। চলতি আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলছেন তিনি। বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ পালন করছেন এই ডানহাতি পেসার। আরসিবির জয়ে এ দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি। করেন পারফরম্যান্সের কারণেই এ দিন ম্যাচ সেরা নির্বাচিত করা হয়

ম্যাচ সেরা হওয়ার পরে মহম্মদ সিরাজ জানিয়েছেন. প্রথম বলটা এ দিন একটু শর্ট বল করি। এরপরেই আমি উপলব্ধি করি বল সুইং করাতে আমাকে ফুল লেন্থে বল করতে হবে। আর প্রথম উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাই কাজে দিয়েছে। লকডাউনটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময়ে কঠোর অনুশীলন করেছি। নিজের ভুল শুধরাতে পেরেছি। আমার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছি। আমার ফিটনেসের উপর কাজ করেছি। আমার বোলিং নিয়ে তো দিন রাত কাজ করেছি। আর এখন তার সুফল পাচ্ছি। খেলার প্রতিটি বিভাগেই আমি সবসময় উন্নতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি জানি যে কোন উপায়ে দলের হয়ে যোগদান করতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজেকে বরাবর মোটামুটি ভালো ফিল্ডার মনে করেছি। মিসফিল্ডিং হতেই পারে তবে আমি ফিল্ডিংকে নিয়ে খুব সিরিয়াস।

প্রসঙ্গত এ দিন মোহালিতে প্রথমে ব্যাট করে আরসিবি নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৪ রান করে। ফ্যাফ ডু'প্লেসি মাত্র ৫৬ বলে ৮৪ এবং এ দিনের অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৪৭ বলে ৫৯ রান করেন। জবাবে করতে নেমে শিখর ধাওয়ানহীন পাঞ্জাব ১৫০ রানেই অলআউট হয়ে যায়। প্রভসিমরন সিং ৪৬ এবং জিতেশ শর্মা ৪১ রান করেন এদিন। মহম্মদ সিরাজ চার ওভার বল করে ২১ রান দিয়ে নেন চারটি উইকেট।

দিল্লি জিতলেও ব্যাটিং নিয়ে চিন্তায় সৌরভ

টিকিটের ব্যাবস্থা করা হয়। যা তাঁরা

কেকেআর বেশ কিছু সংখ্যনক

টিকিট বরাদ্দও করে রেখেছিল।

ঠিক হয়, বুধবার সন্ধোয় সেই

টিকিট দেওয়া করা হবে। সেটা

করতে গিয়ে এমন বিশৃঙ্খল

পরিস্থিতি তৈরি হয়, যা দেখে

উপস্থিত অনেককে স্তম্ভিত হয়ে

যান। অশান্তির সূত্রপাত–অসম

টিকিট বন্টন করা নিয়ে। শুরুতে

সত্তরটা করে টিকিট কিনে নেন।

টিকিটের আকাল তৈরি হয়ে যায়।

এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি

হয়, যা দেখে টিকিট–বন্টনকারী

লোকজন

আতঙ্কিত হয়ে পডেন। সিদ্ধান্ত

পরে

দিকে

রীতিমতো

স্বাভাবিকভাবেই

সেই

মতো

নেবেন।

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ অবশেষে জয় পেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালস। টানা পাঁচ ম্যাচে হারের পর সৌরভই বলেছিলেন. পরের নয় ম্যাচ জিতবে দিল্লির টিম। সেই সঙ্গে তারা প্লে–অফেও সেই অভিযানই বহস্পতিবার সফল ভাবে শুরু করল দিল্লি। কলকাতা রাইডার্সকে হারিয়ে ২০২৩ আইপিএলে প্রথম জয়ের মুখ দেখল তারা। প্রথমে ব্যাট করে ১২৭ রান তুলেছিল কেকেআর। সেই রান ৬ উইকেটে তুলে নিল দিল্লি।

ম্যাচের পর ক্যাপিটালসের ক্রিকেট ডিরেক্টর সৌরভ উচ্ছুসিত। তিনি বলেন. জিততে পেরে খুশি। আমি ডাগআউটে বসে ভাবছিলাম যে, এটা আমার ২৫ বছর আগে প্রথম টেস্টে রান পাওয়ার মতো (মরশুমের প্রথম পয়েন্ট পাওয়ার চাপ সম্পর্কে)। আমরা আজ (বৃহস্পতিবার) ভাগ্যবান ছিলাম।

তবে সৌরভ বোলারদের পারফরম্যান্সে খুশি হলেও, হতাশা প্রকাশ করেছেন ব্যাটারদের নিয়ে। মাত্র ১২৮ রান তাড়া করতে নেমে দিল্লি ১৯.২ ওভার নিয়ে নেয়। মাত্র ৪ বল বাকি থাকতে তারা জয়ের

লক্ষ্যে পৌঁছয়। সৌরভ তাই বলছেন, এই মরশুমে এর আগেও আমরা ভালো বোলিং করেছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যাটিংয়ে। আমাদের নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো খুঁজতে হবে। এবং দেখতে হবে কী ভাবে আমরা আরও ভালো করতে পারি। স্পিনাররা ভালো বোলিং করেছে। আমি জানি আমরা ভালো খেলিনি এবং আরও ভালো ব্যাট করার পথ খুঁজতে হবে। আমাদের ছেলেদের কঠোর পরিশ্রম



প্লেয়ার। আগামীকাল আমাদের একদিনের ছুটি আছে এবং তার পর হায়দরাবাদে উড়ে যাব। আশা করি. সেখানে ভালো ব্যাটিং উইকেট হবে. সাধারণত যেটা হয়ে থাকে।

ল।াই। সেই ম্যাচে অভিজ্ঞ ইশান্ত শর্মাকে সুযোগ দিয়েছিলেন সৌরভ আইপিএলে একাধিক বার দেখা গিয়েছে প্রাক্তন নাইটদের কেকেআরের বিরুদ্ধে ভাল খেলতে। এ ক্ষেত্রেও তেমনই হল। নিজের চার ওভারে মাত্র ১৯ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নিলেন ইশান্ত। অন্য এক প্রাক্তন নাইট কুলদীপ যাদব তিন ওভারে ১৫ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। দু'টি করে উইকেট নেন অক্ষর পটেল এবং এনরিখ নরকিয়া। একটি উইকেট বাংলার পেসার মুকেশ কুমারের। দিল্লির বোলারদের দাপটে

রাসেলের। অপরাজিত ৩৮ (৩১ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১২৭

রান করে কেকেআর। রান তাড়া করতে নেমে দিল্লিও

কলকাতার রানের গতি একেবারে থমকে যায়। পাশাপাশি একের পর এক উইকেটও হারাতে থাকে তারা। মাত্র ১২৭ রানে নাইটরা অলআউট হয়ে যায়। জেসন রয়ের ৪৩ রান (৩৯ বলে) ছাড়া বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আন্দ্রে টানা পাঁচটি ম্যাচ হারা দিল্লির বলে)। এ ছাড়া দুই অক্ষের ঘরে মাত্র ১২ রান (১১ বলে)। ২০

> যে আহামরি ব্যাটিং করেছেন, সেটা একেবারেই নয়। তবে ডেভিড ওযার্নারের ৫৭ (৪১ বলে), মণিশ পাণ্ডের ২১ (২৩ বলে) এবং অক্ষর প্যাটেলের অপরাজিত ১৯ (২২ বলে) দিল্লিকে জয় এনে দিতে সাহায্য করে। ৪ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে জয় পায় দিল্লি। কলকাতার বরুণ চক্রবর্তী, নীতিশ রানা, অনুকুল রায় ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

নাইটদের হারের জন্য দায়ী লিটন!

নিজম্ব প্রতিনিধিঃ কেকেআরের হয়ে প্রথম ম্যাচটা মোটেও স্মরণীয় হল না লিটন দাসের। দ্রুতই এই ম্যাচের স্মৃতি ভুলে যেতে চাইবেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার। ব্যাট হাতে রান পাননি। উইকেটের পিছনে মোক্ষম সময়ে স্টাম্পিংয়ের সুযোগ নষ্ট করেন লিটন। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচটা জেতার পরে কেকেআর– ভক্তদের কটাক্ষের শিকার হন বাংলাদেশের ক্রিকেটার। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিটনকে ট্রোল করা হয়। কেকেআরের হারের পিছনে দায়ী লিটন, এমন কথাও

রাহমানুল্লাহ গুরবাজের পরিবর্ত হিসেবে দিল্লি করেছিলেন বাংলাদেশের নব্য নাইট। কিন্তু মুকেশ মন্তর দেখিয়েছে। ম্যাচটাও হারতে হয়েছে।

কুমারকে পুল মারতে গিয়ে ললিত যাদবের হাতে ধরা পডেন লিটন।

উইকেট কিপিংয়ের সময়ে ভুল করে বসেন তিনি। কলকাতার রান তাড়া করতে নেমে দিল্লির ইনিংসের ১৮–তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ললিত যাদবকে স্টাম্প করার সুযোগ হাতছাড়া করেন লিটন। পরের ওভারে অক্ষর প্যাটেলকে স্টাম্প করতে ব্যর্থ হন তিনি। অক্ষর এবং ললিত অপরাজিত থেকে ম্যাচ জিতিয়ে দেন দিল্লি ক্যাপিটালসকে। তার পরই লিটনকে ছেডে কথা বলেননি নেটিজেনরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভক্ত লেখেন, লিটন দাসের সঙ্গে ধোনির তুলনা করা হয়। আরেক ভক্ত লেখেন, লিটন দাস, কুলবন্ত দুঃস্বপ্ন শর্মার বলে দুরন্ত বাউন্ডারি মেরে শুরুটা ভাল উইকেটের পিছনে লিটন দাসকে অত্যন্ত হতগ্রী এবং

জায়গা রয়েছে, জয়ের পরে বললেন বিরাট ফিল্ডিংও দুর্দান্ত ছিল।

মোহালি, ২১ এপ্রিল ঃ ১৬তম আইপিএলে চমকের পর চমক দেখা যাচ্ছে। ২০২০ সালের বিশ্বকাপের আগেই বিরাট কোহলি ঘোষণা করেছিলেন আর আরসিবির ক্যাপ্টেন্সি সামলাবেন না তিনি। কিন্তু চলতি আইপিএলে হঠাই কোহলিকে দেখা গেল আরসিবিকে নেতত্ত্ব দিতে। ফাফ ড'প্লেসি খেললেন, তাও ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখা গেল কোহলিকে। ৫৫৬ দিন পর আরিসিবিকে নেতৃত্ব দিলেন কিং কোহলি। শুধু নেতৃত্বই দিলেন না। গড়লেন বেশ কয়েকটি রেকর্ড এবং জিতল আরসিবি। দল জয়ে ফেরায় খুশি বিরাট কোহলি। কিন্তু পয়েন্ট টেবলে নিজেদের জায়গা নিয়ে খুব বেশি ভাবতে নারাজ ভিকে। ম্যাচের শেষে কী বললেন কিং কোহলি?

চলতি আইপিএলে ৬টি ম্যাচে খেলে ৩টি জয় ও ৩টি হার জুটেছে আরসিবির কপালে। বৃহস্পতিবারের ডাবল হেডারের প্রথম ম্যাচের শেষে পাঁচ নম্বরে উঠেছিল আরসিবি। ম্যাচের শেষে কোহলি বলেন, একটা জয়ে আমারা যেমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাচ্ছি না, তেমনই একটা ম্যাচ হারলেও আমরা খারাপ দল হয়ে যাচ্ছি না। আর আজকের



আগে লিগে আমরা যে জায়গায় ছিলাম তাতে আমরা খারাপ দল ছিলাম তেমনটাও বলা যায় না। পয়েন্ট টেবলের অবস্থান দলের মেজাজটা তুলে ধরতে পারে না। বিশেষ করে যখন আপনি মাত্র পাঁচটি বা ছ'টি ম্যাচে খেলেছেন। আমাদের উন্নতি করার অনেক

পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছিল। ফাফ অসাধারণ ব্যাটিং করেছে। আমরা আমাদের পার্টনারশিপ যতটা সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। যাতে আমরা অতিরিক্ত ২০ রান যোগ করে দিতে পারে। আমরা (বিরাট– ফাফ) যদি আরও কয়েকটা ওভার ক্রিজে থাকতে পারতাম তা হলে ১৯০–২০০ রানের টার্গেট দিতে পারতাম। তাও এই পিচে ১৭৫ রানটা ভালো স্কোরই। টি–টোয়েণ্টি ক্রিকেটে ম্যাচ জেতার জন্য তাড়াতাড়ি উইকেট নেওয়া। প্রথম ছয় ওভার আমরা

মোহালিতে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলি ওপেনিংয়ে ফাফ ডু'প্লেসির সঙ্গে শতরানের পার্টনারশিপ গডেন। ৯৭ বলে ১৩৭ রান করে কোহলি–ডু'প্লেসি জুটি। ৪৭ বলে ৫৯ রানের ইনিংস উপহার দেন বিরাট কোহলি। আর এই ইনিংসের সুবাদেই কোহলি বেশ কয়েকটি রেকর্ডও গড়েছেন। টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরাট কোহলি অধিনায়ক হিসেবে ৬৫০০ রানের মাইলফলক পার করেন। তিনিই প্রথম ক্রিকেটার যিনি অধিনায়ক হিসেবে এই মাইলস্টোন অর্জন করলেন। একইসঙ্গে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে বিরাট টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১০০ বার ৩০ রানর গণ্ডি পার করার রেকর্ড গড়েছেন। এ ছাড়া তিনি শিখর ধাওয়ানের পর মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে ৬০০টি চার মারলেন বিরাট কোহলি। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বৃহম্পতিবারের ম্যাচে পাঁচটি চার হাঁকিয়ে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন কোহলি। তিনি এখনও অবধি আইপিএলে মোট ৬০৩টি চার মেরেছেন।

খেলতে চেয়োছলেন

মুম্বাই, ২১ এপ্রিল ঃ কেরিয়ারের শেষ দু–তিন বছর পাঞ্জাবের হয়ে খেলতে চেয়েছিলেন হরভজন সিং। নিজেই তা স্বীকার করলেন।

আইপিএলে ১৬৩টি ম্যাচ থেকে দেড়শো উইকেটের মালিক ভাজ্জি। মেগা টুর্নামেন্টে বেশিরভাগ সময়ই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলেছেন হরভজন। চেন্নাই সুপার কিংস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিও চাপিয়েছিলেন পাঞ্জাব তনয়। সেই হরভজন এখন ধারাভাষ্যকার। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা হয়, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলে তিনি কি খুশি ছিলেন? নাকি পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলতে চেয়েছিলেন?



জাতীয় দলের প্রাক্তন স্পিনার স্বীকার করে নেন, কেরিয়ারের শেষ দু'-তিন বছর তিনি পাঞ্জাব কিংসের হয়েই খেলতে চেয়েছিলেন। হরভজন বলেন, পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলার সুযোগ আমি পাইনি। কেরিয়ারের শেষ ২–৩ বছর পাঞ্জাব কিংসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছিলাম। দলের সুবিধার জন্য

করতে চেয়েছিলাম। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে তিনবার আইপিএল খেতাব জেতেন হরভজন। শচীন তেভুলকরের সঙ্গে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে খেলার সময় এক অন্য ধরনের এনার্জি কাজ করত বলে উল্লেখ করেন হরভজন। ভাজ্জি বলেন, মুম্বাইয়ের হয়ে যে ১০ বছর খেলেছি, তা স্মরণীয়। দারুণ সব স্মৃতি। মুম্বাইয়ের হয়ে আমি তিনটি ট্রফি জিতেছিলাম। সেই মুহূর্তগুলো সারাজীবন মনে থাকবে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অনেক বড় দল। তার উপরে শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে খেলা। এনার্জি লেভেল অন্য এক

পর্যায়ে পৌছে যেত।

নিজের বোলিং দক্ষতা প্রয়োগ

তিনি আরও বলেন, প্রথমার্ধে বেশ কাজে লাগিয়েছি। আমাদের

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66